দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

দরবার শরিফে হজ প্রশিক্ষণ

সারা জীবনে অন্তত একবার হলেও প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের অন্তরেই থাকে পবিত্র হজ পালনের বাসনা। ইসলামের পাঁচটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে হজ হল একটি। অবশ্য একমাত্র সামর্থবান মানুষেদের জন্যই হজকে নির্ধারিত করা হয়েছে। প্রতিবছর ফরজ হজ পালনের জন্য বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলিম সৌদি আরবে গমন করেন।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। এবার ভারত থেকে ৮০ হাজারের বেশি মানুষ সৌদি আরবে যাচ্ছেন হজের উদ্দেশ্যে। আর এর মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গ থেকেই যাচ্ছেন প্রায় ১৫ হাজার জন। বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

Vol:8 Issue:26 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ২৮ শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরি ১৯ মে ২০২৩ ৪ জ্যেষ্ঠ ১৪২৯ শুক্রবার | সপ্তম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

ক্ষোভে ফুঁসে উঠলেন আইমা সুপ্রিমো

‘জমি জিহাদে’ ৩৩০টি মাজার ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘লাভ জিহাদে’র পর এবার ‘জমি জিহাদ’ নামে আরও একটা উদ্ভট ও আজগুবি তত্ত্বের অবতারণা করলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী। আর সেই আজগুবি তত্ত্বের ওপর ভর করেই এবার সে রাজ্যে প্রায় ৩৩০টি মাজার গুঁড়িয়ে দেওয়া হল বুলডোজার দিয়ে। ধামীর নির্দেশে গত ৯০ দিন ধরে মাজারগুলো পুরোপুরি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার জন্য ‘বৃহত্তম সাফাই অভিযান’ চালানো হচ্ছে। যদিও প্রাশাসনের তরফে দাবি করা হয়েছে, ওই মাজারগুলির অধিকাংশই নাকি সরকারি জমিতে অবৈধভাবে (!) গজিয়ে উঠেছিল। সেই কারণেই ‘আইন অনুযায়ী’ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে উত্তরাখণ্ড প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তাদের যুক্তিকে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন, ‘‘বিজেপির হাতে এই মুহূর্তে বড় কোনও ইস্যু নেই, যা দিয়ে হিন্দুদের মন জয় করা যায়। যেনতেন প্রকারেণ একটা অজুহাত খুঁজছিল তারা। তাই এখন মৃত মানুষদেরকেও ছাড়ছে না। ফলে একসঙ্গে এতগুলো মাজার গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন করে হিন্দুত্ববাদকে চাঙ্গা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে এরা। মুসলিম বিদ্বেষ কতটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছালে একটা রাজনৈতিক এতটা নীচে নামতে পারে!’’ তাঁর আরও সংযোজন, কর্নাটকে গোহারান হারের পরেও শিক্ষা হয়নি গেরুয়া নেতাদের। তাঁরা ভাবছেন, এখনও হিন্দুত্ববাদ দিয়েই ভোট বৈতরণী পেরিয়ে যাবেন। তবে ভারতের সাধারণ মানুষ যে ধীরে ধীরে বিজেপির চালাকি ধরে ফেলছেন, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, সেই বিষয়টিকে যথেষ্ট ইতিবাচক দিক হিসাবে দেখছেন আইমা সুপ্রিমো।

গোয়েন্দা রিপোর্টের অনুমানকে ভিত্তি করে উত্তরাখণ্ড প্রশাসনের দাবি, সে রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের কার্যাকলাপ নাকি

> ‘‘মুসলিম বিদ্বেষ কতটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছালে একটা রাজনৈতিক এতটা নীচে নামতে পারে!’’
> —পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন
> *সম্পাদক, আইমা*

অত্যন্ত বাড়বাড়ির পর্যায়ে চলে গিয়েছে। আর সেই অনুমানের রিপোর্টকে হাতিয়ার করেই মাজারগুলিকে ধ্বংস করেছে ধামী সরকার। যদিও পক্ষপাতমূলক গোয়েন্দা রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধী কংগ্রেস-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো। তবে তাতে টনক নড়েনি উত্তরাখণ্ড সরকারের। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী সাফ বলে দিয়েছেন, ‘‘দেবভূমিতে অবৈধ দখলদারির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। আমরা উত্তরাখণ্ডে জমি-জেহাদ সহ্য করব না।’’

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রায় ৫০ বছর আগে তৈরি হাওয়া মাজারগুলিকে বৈধতা না দিয়ে যেভাবে বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল, তাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজেপির অত্যন্ত ঘৃণার মনোভাব আরও একবার প্রকাশ পেল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এভাবেই তারা মুসলমানদের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে বিদ্বেষের বীজ পুঁতে দিচ্ছে বলে মত তাঁদের।

এদিকে উত্তরাখণ্ডের পাহাড়-জঙ্গলে থাকা দুর্গম অঞ্চলের মাজারগুলিকেও ছাড় দেওয়া হয়নি। সেগুলোকেও বুলডোজার চালিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে কর্নাটকে হেরে যাওয়ার পর একটা বিষয় জোরালো হচ্ছে, এতকিছু করার পরেও চলতি বছরে যে কটি রাজ্যে নির্বাচন আছে, তাতে বিশেষ লাভ করতে পারবে না তারা।

এক ঝলকে

হিরোশিমায় এবার মহাত্মা-মূর্তি

দিল্লি শান্তি খুঁজছে গান্ধীতেই? বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ধ্বংস হওয়া শহর হিরোশিমায় গান্ধীমূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী। ভারত ছাড়াও হিরোশিমায় জি৭ সম্মেলনে আমন্ত্রিত অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলির মিলিত মঞ্চ এবং আফ্রিকান ইউনিয়ন। মহাত্মা গান্ধীর আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতে নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ধ্বংস হওয়া শহর হিরোশিমায়। জাপানে আসন্ন জি৭ গোষ্ঠীর বৈঠক শুরু হওয়ার আগেই। আন্তর্জাতিক মঞ্চে শান্তির বার্তা দিতে এর আগেও একাধিক বার মোহনদাস গান্ধীকে কাজে লাগিয়েছে মোদী সরকার। এ বার জাপানে।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

উর্দিধারীদের ভুঁড়ি কমানোর নির্দেশ

বিশালাকায় বপু নিয়ে অনেকেই ঠিকমতো ছুটতে পারেন না। নড়তে-চড়তেই সময় পেরিয়ে যায়। তাই আইনশৃঙ্খলা রক্ষার গুরুদায়িত্বে থাকা উর্দিধারীদের শারীরিক সক্ষমতা ফেরাতে কঠোর পদক্ষেপের পথে হাঁটলেন অসম পুলিশের ডিজি জি পি সিং। কনস্টেবল থেকে শুরু করে থানার আইসি, সিআই-সহ অসম পুলিশ সার্ভিস ও ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের আধিকারিকদের আগামী তিন মাসের মধ্যে মেদ কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন। মেদ নিয়ন্ত্রণে না আনলে অবসরে পাঠানো হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। আর ডিজির ওই হুঁশিয়ারি ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে পুলিশ মহলে। সম্প্রতি সুরায় আসক্ত ৩০০ পুলিশ কর্মী ও আধিকারিকদের স্বেচ্ছাবসরে পাঠানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। মেদ ঝরিয়ে শারীরিকভাবে সক্ষম করানোর জন্য রাজ্য পুলিশের ডিজিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

নতুন পৃথিবীর দর্শন টেলিস্কোপে

নাসার টেলিস্কোপে নতুন পৃথিবীর দর্শন পেলেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা রহস্যময় এই বিশ্বকে দেখলেন খুব কাছ থেকে। কেমন সেই পৃথিবী, সেই ব্যাখ্যা দিলেন বিজ্ঞানীরা। নাসার জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ সৌরজগতের বাইরে একটি দূরবর্তী গ্রহ পর্যবেক্ষণ করেছে। এই রহস্যময় বিশ্বকে মিনি নেপচুন বলে অভিহিত করেছেন তাঁরা। নাসার জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে ধরা পড়া ভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত এই গ্রহের নাম দেওয়া হয়েছে জিজে১২১৪বি। এই গ্রহটিতে তরল জলের মহাসাগর রয়েছে বলে ধারণা নাসার। তবে তা বসবাসযোগ্য নয়। কারণ গ্রহটি খুব গরম, বাষ্পীভূত জল এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলের একটি প্রধান অংশ হতে পারে।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

বদল আসছে বঙ্গ রাজনীতির সমীকরণে?

আশার আলো দেখছে সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি: কংগ্রেসের কাছে কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচনে পর্যুদস্ত হওয়ার পর থেকেই বিরোধীদের পালে হাওয়া লেগেছে। বিরোধীরা আবার নতুন করে অক্সিজেন পেতে চাইছে। এমনকী কেন্দ্রের শাসক দলের নেতারাও মনে করছেন বিজেপি যদি এই হার থেকে শিক্ষা না নেয়, তবে বিরোধীরা ফের জেগে উঠবে।

বিজেপির প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যপাল তথাগত রায় সম্প্রতি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, বিজেপি কর্নাটকের হার থেকে শিক্ষা না নিলে সব ভোট এরপর সিপিএমে চলে যাবে। বিজেপি সর্বদাই ভুলের উপর ভর করে চলছে। তা চলতে থাকলে বাংলার মানুষ কিন্তু বিজেপির প্রতি সমর্থন হারাবে।

বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক ফের বামেদের দিকে ফিরে যাবে বলে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তথাগত রায়, সেই কথাই ফলাও করে দাবি করে আসছেন সিপিএমের নেতা-নেত্রীরা। একুশের নির্বাচনের পর থেকেই সিপিএম তথা বামেরা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। এবার বামেদের সেই দাবিকেই মান্যতা দিলেন বিজেপি নেতা। বাংলায় বামেদের ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসিয়েই যে বিজেপির উত্থান হয়েছিল, তা স্পষ্ট দেখা গিয়েছে ২০১৯ থেকে শুরু করে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে। ২০১৯ সালে বামেদের শূন্য করে বিজেপির উত্থান হয়েছিল বঙ্গে। তারপর ২০২১-এও দেখা গিয়েছে একই চিত্র। বামেরা বিধানসভা থেকেও শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

উভয় ক্ষেত্রেই তৃণমূলের ভোটপ্রাপ্তি কিন্তু কমেনি। সিপিএমের ভোটের অধিকাংশ গিয়েছিল বিজেপির ঝুলিতে। কিন্তু বাংলায় বিজেপির শোচনীয় পরাজয়ের পর থেকে ফের সিপিএমের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছেন মানুষ। তাঁরা মনে করছেন বিজেপি, নয়, সিপিএম তথা বামেরাই বিকল্প, অন্তত এমনটাই দাবি বাম-নেতৃত্বের।

একুশের পরবর্তী নির্বাচনে অর্থাৎ পুরসভা নির্বাচন বা উপনির্বাচনে দেখা গিয়েছে সিপিএমই প্রধান বিরোধী হয়ে উঠেছে। এর পর দুয়ের পাতায়

নিরাপত্তায় টহল। জি-২০ বৈঠকের আগে ভারতীয় নৌবাহিনীর বিশেষ ইউনিট মেরিন কমান্ডোস মোতায়েন শ্রীনগরের ডাল লেকে।

প্রয়াত বিচারপতি জিলানি

আজীবন লড়েছিলেন বাবরি মসজিদের জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলে গেলেন বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটির সদস্য জাফরইয়াব জিলানি। গত বুধবার ৭৩ বছর বয়সে লখনউয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দেশের বিশিষ্ট এই আইনজীবী। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বিভিন্ন মহলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সাল থেকে বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন জিলানি। এছাড়াও ছিলেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সম্পাদক। উত্তরপ্রদেশের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদও অলংকৃত করেছিলেন প্রবীণ এই আইনজীবী। সুপ্রিম কোর্ট বাবরি মসজিদের বিরুদ্ধে রায় দিলেও নিজের লড়াই নিয়ে সবসময় গর্ব করতেন

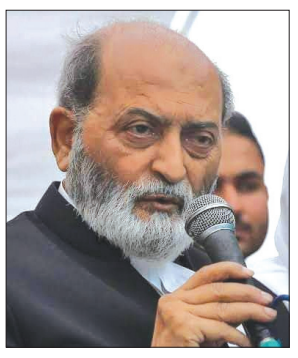

জিলানি। আমরা ইতিহাস ভোলা হুজুকে জাতি। ফলে বাবরি মসজিদ নিয়ে জিলানির দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস একরকম ভুলতেই বসেছি। তাঁর মৃত্যু আবার নতুন করে বাবরি মসজিদ নিয়ে তাঁর লড়াইয়ের কথা মনে করিয়ে দিল। মন্তব্য আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবের। বাবরি মসজিদের রায় বেরিয়েছে কয়েক বছর আগেই। মসজিদের জায়গায় মন্দির তৈরি হচ্ছে। কিন্তু জাফরইয়াব জিলানির সুদীর্ঘ ৩০ বছরের লড়াইকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। রাতের পর রাত জেগে ড্রাফট রেডি করে বছরের পর বছর ধরে তিনি সুপ্রিম কোর্টে জমা দিয়েছেন সেই ড্রাফট, যাতে বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারীরা শাস্তি পায় এবং মসজিদটি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান সালাউদ্দিন ওয়াইসি তখন হায়দ্রাবাদের সাংসদ। সরকারি ফ্ল্যাটে থাকতেন যেটা নির্বাচন কমিশনের দফতরের পাশে। (বর্তমানে সেই ফ্ল্যাটে থাকেন আসাউদ্দিন ওয়াইসি)। সালাহউদ্দিন ওয়াইসি জিলানি সাহেবকে বলেছিলেন, যতদিন বাবরি মামলা চলবে তিনি যেন ততদিন তাঁর ফ্ল্যাটকেই আইনি লড়াইয়ের স্থান হিসাবে ব্যবহার করেন।

এগরা-কাণ্ডে সরব ভাইজান

গ্রেফতার করা হোক কাটমানিখোর নেতাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার অন্তর্গত সাহাড়া অঞ্চলের ১৭৭ নং বুথের খাদিকুল গ্রামের বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। যদিও স্থানীয়দের মতে মৃতের সংখ্যা আরও বেশি। রাজনৈতিকভাবে এই ঘটনা নিয়ে চলছে পারস্পরিক দোষারোপের পালা। ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি করেছেন। তবে বিস্ফোরণ কাণ্ডে দুজনকে গ্রেফতার করা হলেও, এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্ত তথা তৃণমূলের প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কৃষ্ণপদ বাগ ওরফে ভানু বাগ ধরা পড়েনি। তার খোঁজে পাশের রাজ্য ওড়িশায় পাড়ি দিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের একটি বিশেষ টিম। মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে পুলিশ ভানুর খোঁজ চালাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

এবার এগরার বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে মুখ খুললেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব। তৃণমূল কংগ্রেস তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করে তাঁর মন্তব্য, ‘‘বছরের পর বছর ধরে পুলিশের নাকের ডগায় খাদিকুল গ্রামের ওই মাঠে অবৈধভাবে বাজির কারখানা চালাচ্ছিল কৃষ্ণপদ বাগ। অথচ তৃণমূলের নেতা হওয়ার কারণেই তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। এমনকী বেশ কয়েকবার ধরা পড়লেও তৃণমূলের বদান্যতায় ছাড়া পেয়েছে সে। আসলে তার কাছ থেকে কাটমানির টাকা যেত ওপরমহলে। এখন কাটমানিখোর নেতারা দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। কিন্তু পুলিশমন্ত্রী হিসাবে এই ঘটনার দায় এড়াতে পারেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে।’’

বাজির আড়ালে যে খাদিকুলের ওই কারখানায় বোমা বাঁধার সরঞ্জাম মজুত থাকত, ইতিমধ্যেই তার প্রমাণ পেয়েছে পুলিশ। ফলে আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবের অভিযোগই মান্যতা পেল বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, এর আগে কৃষ্ণপদ বাগের বাড়িতেই চলত এই বাজির কারখানা। কিন্তু সেখানেও একবার বিস্ফোরণ হয়। মৃত্যু হয় তার ছোটো ভাইয়ের। তারপর বাড়ি থেকে প্রায় ৪০০ মিটার দূরে ফাঁকা মাঠে কারখানা সরিয়ে আনলেও পুরোপুরি সেটাকে বন্ধ করেনি কৃষ্ণপদ। এর মধ্যে ২০১৪-২০১৮ পর্যন্ত তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ছিল সে।

এর পর দুয়ের পাতায়

নিউইয়র্ক সিটি নিজের ভারে তলিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রে!

আশঙ্কার বার্তা দিলেন ভূবিজ্ঞানীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক সিটি ক্রমশ সমুদ্র তলিয়ে যাচ্ছে বলে আশঙ্কার বার্তা দিয়েছেন ভূ-বিজ্ঞানীরা। ভূ-বিজ্ঞানীরা জানিয়েছে, নিউইয়র্ক সিটি তার নিজের ভারে তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। প্রতিনিয়ত তা একটু একটু করে ডুবছে সমুদ্রে। গবেষকরা সম্প্রতি তাদের গবেষণায় এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পেরেছেন।

সম্প্রতি নিউইয়র্ক সিটি নিয়ে এই গবেষণা পত্রে গবেষকরা উল্লেখ করেছেন, মূলত দুটি কারণে নিউইয়র্ক সিটি ডুবতে বসেছে। এক, এই শহরের নির্মাণের ঘনত্ব। আর দুই, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে প্রতিদিন সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, তাতেই মহাপ্রলয়ের ইঙ্গিত পাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানী ও গবেষকরা নিউইয়র্ক সিটির ডুবে যাওয়ার কারণ হিসেবে আদতে এই জোড়া কারণ দর্শিয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমবর্ধমান হওয়ার পাশাপাশি শহরে আকাশচুম্বী ভবনের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। তার ফলে দুই বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় ত্বরান্বিত হচ্ছে নিউইয়র্ক সিটির পতন।

নিউইয়র্ক সিটির নিজস্ব ক্রমবর্ধমান ওজনের কারণে তা ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে। বিশ্বের উষ্ণতা বাড়ছে। তার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার ফলে বিশ্বজুড়ে উপকূলীয় শহরগুলি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। শুধু নিউইয়র্ক সিটি নয়, অন্যান্য উপকূলীয় শহরও এই বিপদসীমার মধ্যে রয়েছে।

গবেষকরা উল্লেখ করেছেন, নির্মাণের ঘনত্ব নিউইয়র্ক শহরে অত্যন্ত কম। নির্মাণের আধিক্যও বেশি এই শহরে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার সংমিশ্রণ। তার ফলে শহরের ঝুঁকি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই জোড়া ফলায় সাবসিডেন্স নামে একটি অনন্য পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়েছে। সম্প্রতি ভারতের উত্তরাখণ্ডের জোশিমঠ শহরেও একই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা গিয়েছে। সেযেখানে ঘরবাড়িতে ব্যাপক ফাটল দেখা দিয়েছে। এর জন্য দায়ী কিন্তু নির্মাণের আধিক্য ও জলবায়ু পরিবর্তন। জোশিমঠের মতো ঘটনা যে একছার আরো ঘটতে পারে, তার প্রমাণ এই গবেষণা।

এর পর দুয়ের পাতায়

জোট নিয়ে ‘ছেলেখেলা’ মমতার

কংগ্রেসকে ২০০ আসনে সমর্থন তৃণমূলের!

নিজস্ব প্রতিনিধি: কংগ্রেস সারা দেশে মাত্র ২০০ আসনে শক্তিশালী বলে মনে করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যেখানে কংগ্রেস শক্তিশালী, সেখানে তিনি সমর্থন দিতে রাজি। কিন্তু যেখানে কংগ্রেস কম শক্তিশালী সেখানে সমর্থন করবেন না। এ কেমন জোট বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়!

কর্নাটকে কংগ্রেসের জয়ের পর বিরোধী বিকল্প নিয়ে জোরদার চর্চা শুরু হয়েছে। মুম্বইয়ে শরদ পাওয়ার মহারাষ্ট্র এমভিএ-কে শক্তিশালী করে কংগ্রেসের নেতৃত্ব শক্তিশালী বিকল্প দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। তারপর সিপিআই নেতা ডি রাজার সঙ্গে বৈঠক করে তিনি বার্তা দিয়েছেন গতানুগতিক জোট নয়, বিজেপির বিকল্প গড়ে তুলতে কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করতে হবে। এই অবস্থায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ উল্টোসুরে গান গেয়েছিলেন কর্নাটকে কংগ্রেসের বিরাট জয়ের পরে। এই অবস্থায় নবান্নে সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে কংগ্রেসকে সমর্থনের বার্তা তিনি দিয়েছেন। কিন্তু সেই বার্তা এমনই যে ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’ গোছের। তাঁর কথায়, তৃণমূল সমীক্ষা করে দেখেছে কংগ্রেস সারা দেশে মাত্র ২০০ আসনে শক্তিশালী। সেই ২০০ আসনে কংগ্রেসকে সমর্থন করবে তৃণমূল। সেখানে তিনি শর্ত দিয়েছেন, কংগ্রেসকে তাঁরা সমর্থন করবেন, আর আমরা যেখানে শক্তিশালী সেখানে তো কংগ্রেসকে সমর্থন করতে হবে!

অর্থাৎ তিনি জোট গড়তে ভাঙলেন কিন্তু মচকালেন না। মমতা বুঝিয়েই দিলেন, তোমরা যদি বাংলায় তৃণমূলকে পুরোপুরি সমর্থন করো, তবে আমরাও তোমাদের সমর্থন করব। বিশেষজ্ঞদের কথায়, তৃণমূল সুপ্রিমো কিন্তু স্পষ্ট করলেন না, যেখানে কংগ্রেস শক্তিশালী সেখানে তৃণমূলের সমর্থন তাদের কী হবে। যে সব রাজ্যে কংগ্রেস শক্তিশালী সেইসব রাজ্যে তৃণমূলের কিছু নেই। সেখানে তাদের সমর্থনেরও প্রয়োজন নেই। ভার্চুয়াল সমর্থনে কী লাভ, বরং যেখানে কংগ্রেস কম শক্তিশালী, সেখানে সমর্থনের দরকার, তাহলে সেই আসনি বিজেপির হাতে বেরিয়ে যাবে না।

এর পর দুয়ের পাতায়

রীতিমতো ফিতে কেটে পাঁশকুড়ায় 'রিয়ান এন্টারপ্রাইজ'-এর শুভ উদ্বোধন করলেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিল তাঁর আত্মজ ছোট্ট হামযা বিন রুহুল।

একঝাঁক তরুণের যোগদানে গঠিত হল পিয়াদা আইমা ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: চারিদিকে চলছে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি। প্রতিনিয়ত মানুষে মানুষে অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে চলছে দেশজুড়ে। একদল বিভেদকামী শক্তি সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার করে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়ে ভোটের ময়দানে ফায়দা তুলছে। আর একদল আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত

হয়েও বাংলার মসনদে বহাল তবিয়তে রয়ে গিয়েছে। এবার সেই দুর্নীতিবাজ এবং বিভেদকামী দুটি শক্তিকে পরাস্ত করতে, তাদের থামিয়ে দিতে, সুস্থ ও দুর্নীতিমুক্ত গ্রামবাংলা গড়ে তুলতে ব্যতিক্রমী ভাবনাচিন্তার ওপর জোর দিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার ব্লকের ৫ নম্বর অঞ্চলের অন্তর্গত পিয়াদা বাজার সংলগ্ন এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের যে মানবিক কার্যক্রম তার সঙ্গে সহমত পোষণ করলেন তাঁরা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার সকল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য উদার ভাবনা নিয়ে যিনি কাজ করে চলেছেন, অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সেই সুযোগ্য পদাধিকারী সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের চিন্তাভাবনাকে তাঁরা জানালেন কুর্নিশ। তাঁর আদর্শকে বাংলার প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁরা একযোগে নাম লেখালেন আইমাতে। প্রায় ৪০-৫০ জন মানুষের যোগদানে এদিন রচিত হল এক নতুন ইতিহাস। নতুন এই সদস্যদের নিয়ে গঠিত হল সংগঠনের আরও একটি নতুন শাখা— পিয়াদা আইমা ইউনিট। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিতে পেরে যার পর নাই উচ্ছ্বসিত আইমার এই নতুন সৈনিকরা। তাঁদের বরণ করার জন্য এদিন উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এবং জেলার বিভিন্ন ব্লকের যুব নেতৃত্বরা। আইমাতে তাঁদের স্বাগত জানান উপস্থিত নেতৃবৃন্দ।

আইমার উদ্যোগে প্রতাপপুর দরবার শরিফে অনুষ্ঠিত হল হজ প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: সারা জীবনে অন্তত একবার হলেও প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের অন্তরেই থাকে পবিত্র হজ পালনের বাসনা। ইসলামের পাঁচটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে হজ হল একটি। অবশ্য একমাত্র সামর্থবান মানুষেদের জন্যই হজকে নির্ধারিত করা হয়েছে। প্রতিবছর ফরজ হজ পালনের জন্য বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলিম সৌদি আরবে গমন করেন। আমাদের দেশ ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। এবার ভারত থেকে ৮০ হাজারের বেশি মানুষ সৌদি আরবে যাচ্ছেন হজের উদ্দেশ্যে। আর এর মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গ থেকেই যাচ্ছেন প্রায় ১৫ হাজার জন। আগামী ২১ মে রবিবার কলকাতার নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ছেড়ে যাবে হজের প্রথম উড়ান। চলবে ৬ জুন পর্যন্ত। তবে হজে গেলেই তো হল না। তার জন্য চায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। না হলে হজের নিয়ম কানুন পালন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়বেন নব্য হাজি-রা। তাই হজে যাবার আগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে। যাতে হজের কয়েকটা দিন যেন সঠিক নিয়ম মেনে সুষ্ঠুভাবে হজ পালন করতে পারেন হজের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া মানুষজন। এবার নব্য হাজিদের জন্য এমনই একটি হজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে। আইমা সদর দফতর প্রতাপপুর দরবার শরিফে সকাল দশটা থেকে শুরু হয় এই প্রশিক্ষণ শিবির। প্রশিক্ষণ পর্বটি পরিচালনা করেন আইমার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। এছাড়াও নব্য হাজিদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন প্রতাপপুর দরবার শরিফের পির হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হুজুর কেবলা এবং ভাইজান; দুজনেরই একাধিকবার হজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফলে তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শ যে হজ করতে যাওয়া মানুষদের ভালোরকম কাজে লাগবে সেকথা বলাই বাহুল্য।

উদয়চক আইমার পক্ষ থেকে নিখরচায় চিকিৎসা পরিষেবা সাধারণ মানুষকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের বহু গুণের মধ্যে একটি হল, মানুষকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া। প্রায় প্রতি বছর নিয়ম করে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করা হয় আইমার বিভিন্ন ইউনিট থেকে। নিখরচায় চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয় মানুষের কাছে। তবে এগুলোর বেশিরভাগই হয় অ্যালোপ্যাথি পদ্ধতিতে চিকিৎসা। এবার উদয়চক আইমার উদ্যোগে ফ্রি হেলথ ক্যাম্প করে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হল সাধারণ মানুষকে।

সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত বিশেষজ্ঞ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডা. দেবদীপ দেবের সহায়তায় এই প্রথম আইমার ফ্রি হেলথ ক্যাম্প সম্পন্ন হল। গত ১৩ মে শনিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মেচেদায় অবস্থিত উদয়চক আইমা অফিসে এই ক্যাম্পটি বসেছিল। প্রায় ১০০ জনের বেশি রোগীকে এদিন পরিষেবা দেওয়া হয়। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত চলে ফ্রি হেলথ ক্যাম্পের কাজ। নিখরচায় চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে যার পর নাই উচ্ছ্বসিত পরিষেবা নিতে আসা মানুষজন।

তাঁরা এমন মহৎ উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের প্রতি। পাশাপাশি ধন্যবাদ দিয়েছেন উদয়চক আইমাই ইউনিটের সদস্যদের। এদিকে আগামীদিনে জেলার বিভিন্ন ইউনিটে এমন পরিষেবা দেওয়া হবে বলে জানানো হয় অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে।

শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকে পঞ্চায়েতের প্রস্তুতিসভা আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন একেবারে দোরগোড়ায়। দম ফেলবার ফুরসত পাচ্ছেন না রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীরা। পিছিয়ে নেই অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সৈন্যরাও। তলায় তলায় ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছেন তাঁরা। কারণ, এই প্রথম রাজ্যজুড়ে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা। ফলে বুথস্তরে সংগঠনকে মজবুত করার গুরুদায়িত্ব বর্তেছে আইমার সৈনিকদের ওপরেই। তাই প্রায় প্রতিদিনই নিয়ম করে জেলায় জেলায় বুথভিত্তিক ছোটো ছোটো প্রস্তুতিসভা করছেন তাঁরা। এবার তেমনই একটা প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বল্লুক ৪/২ রামতারক বাহির আগাড় বুথে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা এবং ব্লকস্তরের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও আইমার স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াল জুনপুট আইমা ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুস্থ এবং অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কোনও প্রস্তুতি লাগে না। ইচ্ছেটাই হল আসল। সে কথা বহুবার কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। আসলে এই

সংগঠনটি পরিচালিত হয় প্রতাপপুর দরবার শরিফের পির হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেবের আদর্শ এবং আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নীতির ওপর ভর করে। ফলে এখানে কর্তব্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে জায়গা করে নেয় মানবতাবোধ। তাই আইমার সৈনিকরা যখনই খবর পান মানুষ বিপদে পড়েছে, কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন সেইসব বিপদগ্রস্ত মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর জন্য। নিজেদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেন তাঁদের বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। আর এই কারণেই সাধারণ মানুষের মধ্যে হু হু করে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের। ফলে আইমার সৈনিকরাও নতুন উদ্যমে কাজ করার তাগিদ অনুভব করছেন। যেমন, অতি সম্প্রতি তাঁরা পাশে দাঁড়ালেন একটি কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারের। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থানার অন্তর্গত জুনপুট আইমা ইউনিটের তত্ত্বাবধানে দুস্থ ওই পরিবারের কন্যার বিবাহের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হল। উপস্থিত ছিলেন আইমার ওই ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব এবং একনিষ্ঠ সৈনিকরা। জুনপুট আইমা ইউনিটের এই উদারতায় মুগ্ধ অসহায় পরিবারটির সদস্যরা। তাঁরা আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এবং ধন্যবাদ জানিয়েছেন জুনপুট আইমা ইউনিটের সদস্যদের। এমনকী এই উদ্যোগের কথা এখন প্রচার হচ্ছে লোকমুখেও।

অসুস্থ কর্মীকে দেখতে গেলেন বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা আইমা ইউনিট সমাজসেবার কাজে যেভাবে জনমানসে নিজেদের স্থান অধিকার করে আছে তা কিন্তু একদিনে গড়ে ওঠেনি। কঠিন পরিশ্রম আর অধ্যবসায় দিয়েই আজ মানুষের মন জয় করেছেন এই ইউনিটের সৈনিকরা। মানুষের যে কোনও বিপদে পাশে দাঁড়িয়ে মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা

আইমা ইউনিটের সদস্যরা। আর এই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা ভুলে যাননি সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মীদের অবদানকে। ফলে আইমার সৈনিকদের মধ্যে কেউ সমস্যায় পড়লেও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যান ইউনিটের সদস্যরা। এবার তেমনভাবেই নিজেদের কর্মীর পাশে দাঁড়ালেন বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সদস্যরা। ওই ইউনিটের একনিষ্ঠ কর্মী আইনুদ্দিন সাহেব গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় দিন যাপন করেছেন। সংগঠনের একজন কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন আর তাঁর খোঁজখবর নেওয়া হবে না, তা কি কখনও হয়? তাই কর্তব্যের তাগিদ থেকেই আইনুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সদস্যরা। সম্পাদক হাজিকুল আলমের নির্দেশে এই ইউনিটের সদস্যরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর খোঁজখবর নিলেন। এরই পাশাপাশি আইমার সকল সদস্যের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে তাঁর জন্য দোয়া করতে। এদিকে আইমার সাথীদের কাছে পেয়ে ভীষণ খুশি আইনুদ্দিন সাহেব। তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সদস্যদের প্রতি।

কুমারপুরে দুইদিন ব্যাপী 'আইমা কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা'

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন শুধুমাত্র সমাজসেবা নিয়েই পড়ে থাকে, আইমার অতিবড় নিন্দুকও একথা বলতে পারবেন না। কারণ, সমাজসেবার সঙ্গেই রাজনৈতিকভাবে মানুষকে প্রতিনিয়ত সচেতনতার পাঠ দিয়ে চলেছেন আইমার সৈনিকরা। আরও একাধিক বিষয় আছে যা আইমাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে মানুষের কাছে। তেমনই একটি বিষয় হল খেলাধূলা এবং শরীরচর্চার প্রতি জোর দেওয়া। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান নিজেও একজন ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। অতীতে বহুবার তাঁর ব্যাট ধরাশায়ী করেছে প্রতিপক্ষের বোলারকে। ফলে এমন একজন মানুষ যে খেলাধূলার ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা করবেন সেটাই স্বাভাবিক। মূলত তাঁরই আগ্রহে এবং হলদিয়ার

কুমারপুর জাতীয় সমাজ কল্যাণ সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দুইদিন ব্যাপী 'আইমা কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২৩।' গত ১৩ এবং ১৪ মে যথাক্রমে শনি ও রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ার অন্তর্গত কুমারপুরে এই ফুটবল প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতায়। খেলার প্রবেশমূল্য ধার্য করা হয়েছিল ৯ হাজার টাকা। এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় রাজারহাটের নিরুপম ফ্রেন্ড এবং রানার্স ট্রফিটি পায় মহিষাদল যুব আইমা দল। যদিও টসের মাধ্যমে ফাইনাল খেলার ফলাফলের নিষ্পত্তি হয়। এই প্রতিযোগিতার বিজয়ী দলের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি ছাড়াও তুলে দেওয়া ২ লক্ষ টাকার চেক। অন্যদিকে পরাজিত দল পায় ট্রফি-সহ দেড় লক্ষ টাকা। এছাড়াও সেমি ফাইনালে পরাজিত দুটি দলকে দুটি স্কুটি দেওয়ার পাশাপাশি আরও অসংখ্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখেছিলেন টুর্নামেন্টের আয়োজকরা। দুইদিন ব্যাপী এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রথমদিন উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মারজেন হোসেন সাহেব এবং আইমার রাজ্য যুব সম্পাদক হাজি আবদুল মাজেদ সাহেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইমার হলদিয়া ব্লক সভাপতি স্বর্ণকমল দাস মহাশয়-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অসংখ্য ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ এই দুদিন ধরে ভিড় জমিয়েছিলেন ফুটবল প্রতিযোগিতা দেখার জন্য। খেলা নিয়ে তাঁদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

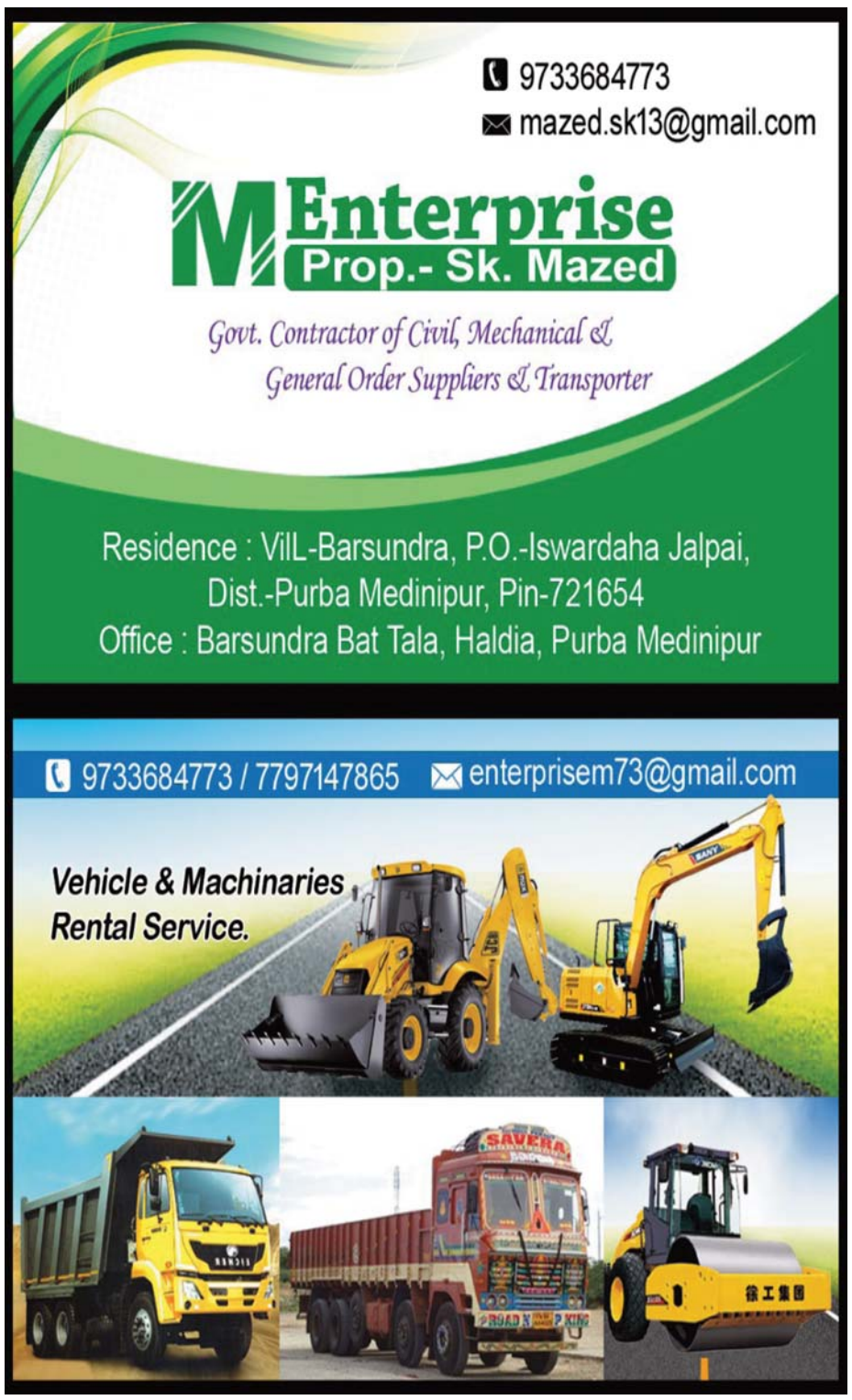

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
২৮ শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরি ○ ১৯ মে ২০২৩ ○ ৪ জ্যেষ্ঠ ১৪৩০ ○ শুক্রবার

কর্নাটকে বিজেপির ভরাডুবি...

কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের বিপুল জয়ে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল; বিজেপির তথা আরএসএসের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন সে রাজ্যের মানুষ। তবে শুধু এইটুকু বললে অতি সরলীকরণ হয়ে যাবে। কেননা আনুষঙ্গিক আরও অনেক বিষয় এই নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবিকে নিশ্চিত করেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা উল্লেখযোগ্য, তা হল 'কাটমানির সরকার'কে শিক্ষা দিয়েছেন ভোটাররা। আসলে সে রাজ্যে যে কোনও কাজ করাতে গেলে প্রথমেই বাসবরাজ বোম্মাইয়ের সরকারকে ৪০ শতাংশ কাটমানি দিতে হত। এই বিষয়টি নিয়েই এবার প্রচারে ঝড় তুলেছিল কংগ্রেস। তা যে ইভিএমে ভালোরকম প্রভাব ফেলেছে সেটা এখন জলের মতো পরিষ্কার। এর পাশাপাশি ব্যাপক হারে দুর্নীতি এবং রান্নার গ্যাস-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের লাগামছাড়া দাম বৃদ্ধি বিজেপির কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেওয়ার কাজটি করেছিল।

কর্নাটক বিধানসভার নির্বাচনে এবার পরাজয় ঘটেছে বিগত বিজেপি সরকারের ১১ জন মন্ত্রীর। যাঁরা বেশ ডাকসাইটে গেরুয়া নেতা হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুখ হলেন হিজাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো শিক্ষামন্ত্রী বিসি নাগেশ। তাঁর পরাজয় যে সংঘ পরিবারকে জোর ধাক্কা দিয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। ঠিক এর উল্টোদিকে জিতে এসেছেন কংগ্রেসের একমাত্র মুসলিম মহিলা তথা হিজাব নিষেধাজ্ঞার বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মুখ ফতিমা শেখ। হিন্দু অধ্যুষিত কালাবুর্গিতে ৪৩ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপির চন্দ্রকান্ত বি পাতিলকে হারিয়ে দিয়েছেন তিনি। ফলে এই জয়কে অনেকেই হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে মানবতার জয় বলে উল্লেখ করছেন।

কর্নাটকে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে হিজাব একটা বড় ইস্যু ছিল বিজেপির কাছে। তার বাইরে 'দ্য কেরালা স্টোরি'র মতো মিথ্যা এবং মুসলিম বিদ্বেষে পরিপূর্ণ প্রচারধর্মী সিনেমাকে হাতিয়ার করে ঘৃণার রাজনীতি ছড়াচ্ছিল হিন্দুত্ববাদীরা। এমনকী ভোটে জেতার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও সিনেমার সেই মিথ্যা গল্পের আশ্রয় নিয়ে মেরুকরণের তাস খেলতে হল। শেষ মুহূর্তে ইস্তেহার প্রকাশ করে বজরং দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার যে বার্তা দেওয়া হয়েছিল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, তাতে তো হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো অবস্থা বিজেপির। একইসঙ্গে পিএফআই সংগঠনটিকেও নিষিদ্ধ করার ঘোষণাটি চাপা পড়ে গেল বজরঙ্গীদের হট্টগোলে। প্রচারে ঝড় তুললেন বিজেপির পাঁচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী-সহ একাধিক কেন্দ্রীয়মন্ত্রী। মোদী-শাহ জুটির 'হিন্দু খতরে মে হ্যায়'; কোনো কিছুই বাদ গেল না। কিন্তু মানুষ আর 'হিন্দু-মুসলিম' খেলো না। গোঁত্তা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল মোদী ম্যাজিক। কিন্তু মোদীর ঘাড়ে তো আর সেই দায় চাপানো যায় না, হাজার হোক তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী বলে কথা! ফলে তাঁর ওপরে হারের দায় চাপলে আগামী নির্বাচনগুলোতে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

মোদ্দা কথা দক্ষিণ ভারত বিজেপি শূন্য হলেও কিন্তু কংগ্রেস জিতেছে মূলত নিম্নবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত ভোটারদের জন্য। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তদের বেশি অংশ ভোট দিয়েছেন বিজেপিকে। ফলে সুশিক্ষিত (!) কর্নাটক বুঝিয়ে দিল, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষ এখনও সাম্প্রদায়িকতাকে লালন করে চলেছেন জঘন্যভাবে। এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করাই এখন কংগ্রেসের কাছে বড় দায়।

• • • • • •

আরবি ১২ মাসের নামকরণের উদ্দেশ্য

মহররম—এ মাসে জাহেলি যুগে যে কোনও ধরনের যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত করা হারাম এবং অবৈধ ছিল। তাই এই মাসকে মুহাররমুল হারাম নামকরণ করা হয়েছে।

সফর— সফর শব্দটি মূলত সিফর থেকে নির্গত। এর অর্থ হল শূন্য হওয়া। জাহেলি যুগে এই মাসে লোকেরা যুদ্ধের জন্য বের হয়ে গেলে বাড়ি-ঘর খালি হয়ে যেত, তাই সফরের মাসের নাম রাখা হয়েছে সফর।

রবিউল আউয়াল—এই রবিউল আউয়াল মাসের নামকরণকালে ফসলে রবি, অর্থাৎ বসন্তকাল ছিল। তাই মাসের নামকরণ হয়েছে রবিউল আউয়াল।

রবিউস সানি— এর নামকরণকালে বসন্তের শেষার্ধ পড়ার কারণে রবিউল আখের বা শেষ বসন্ত নাম রাখা হয়।

জমাদিউল আউয়াল— জুমাদা শব্দটি এসেছে জুমুদ থেকে। এর অর্থ হল জমে যাওয়া, স্থবির হওয়া। যখন এই মাসের নাম রাখা হয়, তখন ঠান্ডার মৌসুম আরম্ভ হয়, কেননা ঠান্ডার কারণে বেশিরভাগ জিনিস জমে যায়। এ জন্য এ মাসের নাম এভাবে রাখা হয়েছিল।

জমাদিউস সানি— এই মাসের নাম রাখার কারণ হল, এই মাসের শেষে শীতের প্রচণ্ডতায় পানি পর্যন্ত জমে যেত। তাই এর নাম রাখা হয় জমাদিউস সানি।

রজব— রজিব শব্দ থেকে রজব শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। এর অর্থ সম্মান করা। যেহেতু এই মাসকে আরবরা সম্মান করত এবং শাহরুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর মাস বলত, তাই এই মাসের নাম রজব বা সম্মানিত মাস রাখা হয়।

শাবান— শাব শব্দ থেকে শাবান শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ হল বের হওয়া, প্রকাশ হওয়া, বিদীর্ণ হওয়া। এই মাসে বিপুল কল্যাণ প্রকাশিত হয়, মানুষের রিজিক উৎপাদন ও বণ্টিত হয় এবং তাকদিরের ফয়সালাগুলোও বণ্টন করে দেওয়া হয়। তাই এই মাসের নাম শাবান রাখা হয়েছে।

রমজান— রমজান শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে জ্বালানো-পোড়ানো। যেহেতু এই মাসে মুমিনের গুনাহগুলো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়, তাই এই মাসের নাম রমজান।

শাওয়াল— শাওয়াল শব্দটি 'শাওল' মূলধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হল বাইরে গমন করা। এখানে আরববাসী নিজ ঘরবাড়ি ত্যাগ করে ভ্রমণে যেত। তাই এর নামকরণ করা হয় শাওয়াল।

জুলকদ/জিলকদ— 'জুল/জিল' অর্থ ওয়ালা আর 'কাদাহ' অর্থ হল বসা। এই মাস সম্মানিত মাসের একটি। আরবরা এই মাসে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করে বাড়িতে বসে থাকত।

জুলহজ্ব/জিলহজ্ব— জুলহজ্ব/জিলহজ্ব শব্দটি সম্ভবত হাজ্জাহ থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ একবার হজ করা। অথবা শব্দটি 'হিজ' শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে। এর মানে অর্থবছর। যেহেতু এই মাস বছরের শেষাংশে আসে এবং এর দ্বারাই পূর্ণ বছরের সমাপ্তি ঘটে, তাই এই মাসের নামকরণ হয়েছে জুলহজ্ব/জিলহজ্ব।

রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের প্রজন্ম ও কিছু ভ্রান্ত ধারণার নিরসন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বজনীন কবি-মানস। একথা নিঃসন্দেহে সত্যি হলেও, তার মানে এই নয় যে, পৃথিবীর সব বয়সের, সব মানুষের কাছে সবসময় তাঁর গ্রহণযোগ্যতা থাকবে। কারণ, বিভিন্ন বিষয়, মত ও পথের অনুসারীদের অনেকে রবি ঠাকুরের নাম জানলেও তাঁর দর্শনের সঙ্গে হয়তো একমত নন। তেমনি বর্তমান অর্থাৎ তরুণ প্রজন্মের বিরাট অংশ নানামুখী বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেও তাদের একটা অংশ রবি ঠাকুরের প্রতি অনুরক্ত (হতে পারে তাঁর গান, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ বা শুধু নাটককেই ভালোবাসেন); একথা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। ***—লিখছেন কুতুব আহমেদ***

দিনকয়েক আগেই আমরা পেরিয়ে এলাম রবি ঠাকুরের ১৬২তম জন্মদিন। তাঁকে নিয়ে এত বছর পরও লেখালেখির শেষ নেই। ''এই প্রজন্মের কাছে রবি ঠাকুর তেমন প্রাসঙ্গিক নন''— এমন একটা সরলীকরণের মাধ্যমে আমাদের প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের দেগে দিয়ে একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন কিছু কিছু পণ্ডিতপ্রবর। জানি না কেন তাঁদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের প্রজন্মের কাছে অপ্রাসঙ্গিক। কোন সমীক্ষার ওপর ভর করে এমন 'অপবাদ' দেওয়ার অলীক কু-নাট্যরঙ্গে যে তাঁরা মেতে ওঠেন, তা কিছুতেই বোধগম্য হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বজনীন কবি-মানস। একথা নিঃসন্দেহে সত্যি হলেও, তার মানে এই নয় যে, পৃথিবীর সব বয়সের, সব মানুষের কাছে সবসময় তাঁর গ্রহণযোগ্যতা থাকবে। কারণ, বিভিন্ন বিষয়, মত ও পথের অনুসারীদের অনেকে রবি ঠাকুরের নাম জানলেও তাঁর দর্শনের সঙ্গে হয়তো একমত নন। তেমনি বর্তমান অর্থাৎ তরুণ প্রজন্মের বিরাট অংশ নানামুখী বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেও তাদের একটা অংশ রবি ঠাকুরের প্রতি অনুরক্ত (হতে পারে তাঁর গান, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ বা শুধু নাটককেই ভালোবাসেন); একথা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। ফলে সবজান্তা ভাবা পণ্ডিতরা যখন নিজেদের গণ্ডির বাইরে অন্য কাউকে রবীন্দ্র-অনুরাগী ভাবতে কষ্ট পান, তখন তাঁদের জন্য বড় করুণা হয়।

আমার জীবনে রবি ঠাকুরের একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে গানের মধ্যে দিয়ে জীবনের যে দর্শনকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তা অসম্ভব টানে আমাকে। সে কথা একাধিক জায়গায় লিখেছি আমি। রবি ঠাকুরকে নিয়ে আমার লেখা একটা সিরিজেও সেই দর্শনের ব্যাখ্যা দিয়েছি। একেবারে নিজের মতো করে দেওয়া এই ব্যাখ্যা পুরোপুরি আমার নিজস্ব অভিমত। সেখানে রবি ঠাকুরের সঙ্গে আমার মত বিনিময় হয়। কাল্পনিক পথে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ হয় আমার। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমার আর তাঁর মধ্যে এই কথোপকথন উভয়ত সম্পূর্ণ। এখন এটাকে কেউ বাড়াবাড়ি বলতেই পারেন। তাতে যদিও আমার কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু এই যে রবি ঠাকুর আমার অন্তরে জায়গা করে নিয়েছেন, সে যেভাবেই হোক না কেন, এটাকে তো ফেলে দিতে পারি না? ঠিক এইভাবেই নানা রূপে রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রজন্মের মধ্যে স্থান করে নিয়েছেন। তাকে যদি কেউ গায়ের জোরে 'এই প্রজন্ম রবীন্দ্র-বিমুখ' বলে প্রচার করতে শুরু করেন, তাতে তিনি বা তাঁদের গৌরব তো বাড়েই না, উল্টে রবি ঠাকুর আরো বেশি বেশি করে তরুণ প্রজন্মের মনের মধ্যে জাঁকিয়ে বসেন।

রবি ঠাকুর। আমার পরমপ্রিয় মানুষটি। তাঁর আগমন একদিকে আমাকে যেমন আন্দোলিত করে, ঠিক তেমনিভাবে ঋদ্ধ করে নানাদিক থেকে। তাঁর সঙ্গে কাল্পনিক কথালাপের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি। যাতে পাঠক আন্দাজ করতে পারেন রবি ঠাকুর আমাদের প্রজন্মের সঙ্গে কতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর প্রাসঙ্গিকতা যে এই প্রজন্মের কাছে স্বঘোষিত রবীন্দ্রপ্রেমীর থেকে কোনও অংশেই কম নয়, সেটুকু বোঝানোর জন্য এই কাল্পনিক কথোপকথনের অবতারণা তাই অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

যখনই আমি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ি, তখনই রবি ঠাকুরের শরণাপন্ন হই। তাঁকে জিজ্ঞেস করি, ''এই বিপর্যয় থেকে উত্তরণের পথ কী গুরুদেব?'' ঠিক সেই মুহূর্তে নিজের বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্ব নিয়ে রবি ঠাকুর হাজির হন আমার কাছে। তারপর তাঁর সহজাত ভঙ্গিতে প্রথমেই হাত তুলে আশ্বস্ত করেন আমাকে। সেই উত্থিত হাতের দিকে তাকিয়ে আমি ভুলে যাই সবকিছু। মনে হয়, যেন মায়ের মতো শিশুকে আগলে রাখার সমস্ত উপকরণ যেন ওই হাতের মধ্যে লুকিয়ে আছে। তিনি বলে ওঠেন, ''মনের বেদনাকে বাড়িয়ে না তুলে তাকে বেঁধে ফেলতে শিখতে হয়। প্রথম প্রথম কষ্ট হবে, যন্ত্রণায় কাতর হবে তোমার মন, কিন্তু দেখো একটা সময় সব সয়ে আসবে। তার জন্য ভালোবাসাকে কদর করতে শেখো। ভালোবাসলে মন শান্তিতে থাকে। কারণ, আমাদের মনটা অনেক উদার, অনেক বড়ো। ঠিক যেন পৃথিবীর মতো। পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, মাটি-পৃথিবীর পথেপ্রান্তরে ঘুরতে গেলে অনেক সময় যানবাহনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু মন-পৃথিবীর ক্ষেত্রে তেমন কোনো ঝক্কি নেই।''

আমি বলি, ''মাটি-পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর সঙ্গে মনের বেদনা নিরসনের সম্পর্ক কী?''

তিনি শুরু করেন এভাবে, ''আমাদের এই মন হল একটা শরীরের মতো। যেখানে সুখের সঙ্গে বাসা বাঁধে দুঃখ-কষ্ট। সুখ-দুঃখের এই উৎসভূমি যখন অনুর্বর হয়ে ওঠে তখনই ঘটে মানসিক বিপর্যয়। তাই কখনও কখনও এই মনের জন্য হাওয়া বদল দরকার। মাটি-পৃথিবীর পথেপ্রান্তরে ঘুরে ঘুরে সেই বদলে অংশ নিতে হয়। এভাবেই বিধ্বস্ত মন শান্ত হয়।''

ওপরের এই বাক্যালাপ কাল্পনিক। কিন্তু রবীন্দ্র দর্শনের যে বীজ এর মধ্যে নিহিত আছে তাকে আপনি অস্বীকার করবেন কীভাবে? ফলে তরুণ প্রজন্ম রবীন্দ্র-বিমুখ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাদের কাছে এখন অপ্রাসঙ্গিক বলে যাঁরা প্রগলভতা করেন, তাঁদের জন্য এর চেয়ে ভালো উদাহরণ এই মুহূর্তে আপাতত নেই।

বহুরূপী নাট্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে রবি ঠাকুরকে আরও কাছ থেকে জানার এবং পড়ার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর দর্শনকে উপলব্ধি করেছি মর্মে মর্মে। 'রক্তকরবী', 'চার অধ্যায়', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি রবীন্দ্র-সৃষ্টি নিয়ে একদা শম্ভু মিত্র বাংলা রঙ্গমঞ্চে যে ঝড় তুলেছিলেন, আমাদের মতো তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিরা তা ভেবে এখনও যে আশ্চর্য হই, এটাই তো এই প্রজন্মের জন্য রবীন্দ্রনাথকে ধারণ করার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। অন্যান্য ফর্মের কথা ছেড়েই দিলাম। অতএব, ২২ বছর বয়সী বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে যেমন 'ধূমকেতু' প্রকাশের আগে আশীর্বাণী দিয়ে তুড়ি মেরে সব অপবাদ খণ্ডন করার বার্তা দিয়ে কবিগুরু বলেছিলেন, ''...উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।'' সেই একই কথা এই প্রজন্মের তরুণ রবীন্দ্র-অনুরাগীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

জানা-অজানা

দুই দেশের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে একটি গ্রাম

এক কামরার ঘরেই মেলে সীমান্তপারের অনুভূতি

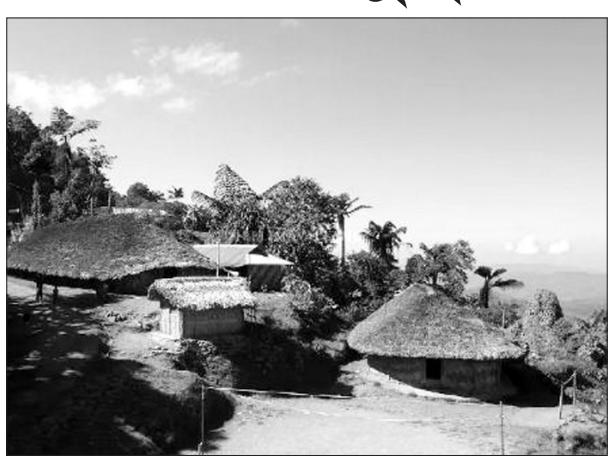

একটি গ্রাম জুড়েছে দুই দেশকে। আর এ গ্রামের একটি ঘরেই মেলে সীমান্তপারের অনুভূতি। ওই ঘরের উপর দিয়েই হয়েছে দেশভাগ। খাওয়া-দাওয়া সারতে হয় ভারতে আর ঘুমোতে যেতে হয় মায়ানমারে। দিনে কতবার যে দেশ পারাপার করতে হয়, তা গুণে শেষ করা যাবে না।

এ এমনই এক বাড়ি, যে বাড়ির রান্না ঘর ভারতে আর শোবার ঘর মায়ানমারে। ভারত ও মায়ানমারে অবস্থিত এই গ্রামের নাম লংগোয়া। ভারতের নাগাল্যান্ডের মন জেলার মধ্যে পড়ে সেটি। এই গ্রামের একদিনে মায়ানমারের ঘনজঙ্গল, অন্যদিকে ভারতের উর্বর কৃষি জমি। মূলত এই গ্রামে বাস করে কৌনিয়াক নাগা উপজাতির মানুষ। এই গ্রাম জুড়েছে দুই দেশকে। এই লংগোয়া গ্রামের মধ্য দিয়ে চারটি নদী বয়ে গিয়েছে, এক মধ্যে দুটি নদী ভারতে, দুটি নদী মায়ানমারে পড়েছে। কিন্তু কী করে এমনটা হল, একটি গ্রামের মাঝ বরাবর সীমান্তরেখা টানা হল।

শুধু কি একটি গ্রামের মাঝ বরাবর গিয়েছে সীমান্তরেখা। সীমান্তরখা গিয়েছে একটি বাড়ির মাঝ বরাবর। বাড়ির গেটের একদিক ভারতের, অন্যদিক মায়ানমারের। রান্নাঘর ভারতের দিকে, শোবার ঘর মায়ানমারের দিকে। এভাবে ওই বাড়ির বাসিন্দারা দিনরাত 'সীমান্তপার' করে চলেছেন।

এই সীমান্তরেখা গিয়েছে গ্রামের প্রধানের বাড়ির মধ্য গিয়ে। তার জেরে এমনই এক রসিকতা চালু আছে গ্রামে যে, গ্রামপ্রধান ভারতে খান, ঘুমোতে যান মায়ানমারে। কেননা তাঁর বাড়ি মাঝবরাবর চলে গিয়েছে সীমান্ত। এক কামরা ঘরে থেকেই তিনি পান দুই দেশে বসবাসের অনুভূতি ও আনন্দ। তবে শুধু গ্রামের প্রধান এই অনুভূতি স্বাদ একা পান না। কাঁটাতারের বেড়া, সীমান্ত সমস্যা, দ্বন্দ্ব, অশান্তি কিছুই নেই। দেশ পারপারের জন্য এ গ্রামে ভিসা পাসপোর্টও লাগে না। এ গ্রামের মানুষ দ্বৈত নাগরিকত্ব পেয়েছেন। তাঁরা ভারতেরও নাগরিক, মায়ানমারেরও নাগরিক। দুই দেশেই তাঁদের অবাধ গতিবিধি।

ভারতের মধ্যে এই লংগোয়া এমন একটি গ্রাম যে গ্রামের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। ভারতের মধ্যেই আরও এক ভারতের সন্ধান মিলল। সম্প্রতি নাগাল্যান্ডের মন্ত্রী তেমজেন ইমনা আলং সোশ্যাল মিডিয়ায় এই আজব গ্রামের আজব উপাখ্যান তুলে ধরেন। তিনি টুইটারে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। তিনি টুইটারে বর্ণনা করেন এক অভূতপূর্ব ভারতের কাহিনি। ইতিহাস বলছে, ভারত ও মায়ানমার সীমান্তের নকশা তৈরির হওয়ার বহু আগে লংগোয়া গ্রামের পত্তন হয়। যখন সীমান্তরেখা টানা হয় তখন গ্রামের বাসিন্দারা পরস্পরের থেকে কেউ আলাদা হতে চাননি।

তাই গ্রামের মধ্য দিয়েই সীমান্তরেখা টানলেও তাঁদের মনে সীমান্তরেখার প্রভাব ফেলা সম্ভব হয়নি। আজও তারা এই গ্রামে এক হয়ে রয়েছেন। দুদিকেই গ্রামের বাসিন্দাদের অবাধ যাতায়াত। কোনো অশান্তি নেই, ক্ষোভ নেই। ভালোই আছে দুই দেশের মেলবন্ধনের গ্রাম লংগোয়া!

ভারতের এক গ্রামে বাস গুগল-ফেসবুক-কংগ্রেসদের

ভারতের এক গ্রামে রয়েছে আজব সব নামের বাসিন্দা। একই গ্রামে বাস করেন গুগল, ফেসবুক, কংগ্রেস-রা। আবার মোদী, ওবামারাও থাকেন এই গ্রামে। জানেন, কোথায় আছে সেই গ্রাম। যেখানে রয়েছে আমেরিকা, জাপান, হাইকোর্ট নামের মানুষও।

ভারতের এই গ্রাম সত্যিই আশ্চর্যের। আশ্চর্যের এই গ্রাম কর্নাটকের ধরওয়ার জেলায়। গ্রামের নামটি ভদ্রপুর। এই ভদ্রপুর গ্রামেই থাকেন আমেরিকা, জাপান, হাইকোর্ট, ইংলিশ, কংগ্রেস, সুপ্রিম কোর্ট, ফেসবুক নামের মানুষেরা। আর বিশ্বাস না হলে নিজেই ঘুরে আসতে পারেন আজব সেই গ্রাম থেকে। অবাক হবেন না, এই গ্রামের বাসিন্দাদের সবার এমনই নাম। জন্মের পর এমনই আজব নাম রাখা হয় তাদের। ভদ্রপুরের ক্ষেত্রে এ একেবারে চিরসত্য। যুগ যুগ ধরে এইসব নামের বাহার চালু রয়েছে এ গ্রামে। এ গ্রামের নামের ফেরেই মহিমান্বিত।

কোথায় রয়েছে, এমন আজব গ্রাম। এই ভদ্রপুর গ্রামটি কর্নাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরু থেকে ৪১৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ গ্রামের নামের বাহার দেখতে গেলে ঘুরে আসতেই হবে ভদ্রপুর থেকে। তবেই না এক লপ্তে দেখা হবে আমেরকা, জাপান, গুগল, ফেসবুকদের সঙ্গে। আসল ঘটনা হল, এ গ্রামের বাসিন্দারা সবাই তাঁদের সন্তানদের এমন সব নাম রাখেন। শুধু সন্তানদের নামেই রকমফের নয়। এ গ্রামে বসবাসকারী জনজাতিদের নামটিও বেশ মজার। জনজাতির নাম হাক্কি পিক্কি। হাক্কি পিক্কি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নামকরণের অদ্ভুত রীতি প্রচলিত রয়েছে।

এই গ্রামে কোনো সন্তান জন্মানোর পর তার বাবার মুখ দেখে প্রথমে যা মনে আসে, সেটাই হয় সন্তানের নাম। নামকরণের এই অদ্ভুত রীতি হাক্কি পিক্কিদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত। তা থেকেই এখন মজাদার সব নামকরণের রীতি চালু হয়েছে। বছর দশেক বা তার কিছু বেশি সময় ধরে তা হয়ে চলেছে। কর্নাটকের ভদ্রপুর গ্রামের হাক্কি পিক্কি জনজাতি মূলত যাযাবর। এখন অবশ্য দীর্ঘদিন ধরে ভদ্রপুরেই তারা বাসা বেঁধেছে। এরা আগে জঙ্গলে বাস করল। ঘুরে বেড়াত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। জঙ্গলের ফল, পাখি, ছোটো জীবজন্তু খেয়ে জীবন অতিবাহিত করত। ১৯৭০ সালে পাখি শিকার নিষিদ্ধ করার পর স্থায়ী বসতি স্থাপন করে ভদ্রপুরে।

তারপর তারা সমাজে বসবাস শুরু করে। মানুষের সঙ্গে মিশতে শুরু করে। ক্রমেউই তাদের মধ্যে আধুনিক চিন্তাধারা শুরু হয়। তারা শিক্ষার আঙিনায় আসতে শুরু করে। গ্রামের সরকারি স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর শিক্ষালাভ করে অনেকে চাকরিও করছেন এখন।

জলবায়ু

পরবর্তী ১৩টি ঝড়ের নাম কী, কারা করেছে নামকরণ

আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড় মোখা বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে আছড়ে পড়ল মায়ানমার উপকূলে। সুপার সাইক্লোনের রূপ নিয়ে ঘূর্ণিঝড় মায়নমারের উপকূলে আছড়ে পড়ল আম্ফানের থেকেও প্রবল গতিতে। এই ঘূর্ণিঝড় মোখা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২০২০-তে তৈরি নামের তালিকার প্রথম স্তম্ভ শেষ হবে। তারপর শুরু হবে ২০২০-র তালিকা দ্বিতীয় স্তম্ভের ঝড়। মোখা যেমন নতুন তালিকায় প্রথম স্তম্ভের শেষ ঝড়। তেমনই দ্বিতীয় স্তম্ভের প্রথম ঝড়ের নাম হবে বিপর্যয়।

এই ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করেছে বাংলাদেশ। উত্তর ভারত মহাসাগরের ক্রান্তীয় অঞ্চলে ঝড়ের যে তালিকা রয়েছে, সেই অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আসছে এই নাম। এই অঞ্চলের ১৩টি দেশ ১৩টি করে ঝড়ের নাম দিয়েছে। সেইমতো ১৬৯টি নামের তালিকা তৈরি করা হয়েছে ২০২০ সালে। ১৩টি দেশকে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে এই নামের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশ রয়েছে সবার আগে আর শেষ দেশ ইয়েমেন। ফলে চক্রাকারে ইয়েমেনের পরেই ফের বাংলাদেশের নামকরণের পালা। বাংলাদেশ থেকে শুরু করে ভারত, ইরান, মালদ্বীপ মায়ানমার, ওমান পাকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড ও আরব আমীরশাহী ও ইয়েমেন ঝড়ের নামকরণ করেছে।

যে সমস্ত ঘূর্ণিঝড় কমপক্ষে তিন মিনিট বাতাসে স্থায়ী হয় এবং গতিবেগ সর্বনিম্ন ঘন্টায় ৬৩ কিলোমিটার হয়, সেই ঝড়েরই নামকরণ করা হয়। উত্তর ভারত মহাসাগরের ৪৫ ডিগ্রি পূর্ব থেকে ১০০ ডিগ্রি পূর্ব পর্যন্ত এলাকায় তৈরি হওয়া গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়গুলির নামকরণ করে এই ১৩ দেশ। পুরনো তালিকার শেষ ঝড় ছিল আম্ফান। ২০২০ সালে আম্ফান চলে যাওয়ার পর নতুন তালিকার নাম রাখা শুরু হয় ঝড়ের। নতুন তালিকার প্রথম নাম ছিল নিসর্গ। তা করেছিল বাংলাদেশ। তারপর পর্যায়ক্রমে বয়ে গিয়েছে গতি, নিভার, বুরেভি, তাউকটে, ইয়াস, গুলাব, শাহিন, জাওয়াদ, অশনি, সিতরাং, ম্যান্ডোস। এখন বঙ্গোপসাগরে বাসা বেঁধে মোখা।

নতুন তালিকার প্রথম স্তম্ভের শেষে নামা রাখা শুরু হবে দ্বিতীয় স্তম্ভ থেকে। সেইমতো যে সমস্ত ঝড় এবার থেকে তৈরি হবে, তা পর্যায়ক্রমে নামাঙ্কিত হবে। প্রথম নাম বিপর্যয়। তা বাংলাদেশের দেওয়া। দ্বিতীয় নাম তেজ, সেটি দিয়েছে ভারত। তৃতীয় ঝড়ের নাম হামুন ইরানের দেওয়া। চতুর্থ ঝড়টির নাম হবে মিধিলি, তা মালদ্বীপের দেওয়া নাম। পঞ্চম ঝড়ের নাম মায়ানমার দিয়েছে মিচায়ুং। ষষ্ঠ ঝড়টির নামকরণ করা হয়েছে রেমাল, এটি ওমানের দেওয়া নাম। সপ্তম ঝড়টির নাম দেওয়া হয়েছে আসনা, পাকিস্তান দিয়েছে এই নাম। আর কাতার দিয়েছে অষ্টম ঝড়ের নাম, সেই নামটি হল ডানা। সৌদি আরব নাম দিয়েছে ফেঙ্গাল, এটি নবম ঝড় এই স্তম্ভের। আর দশম ঝড়টির নাম দিয়েছে শ্রীলঙ্কা, ঝড়ের নাম শক্তি। একাদশতম ঝড়ের নাম হবে মোস্থা, নাম দিয়েছে থাইল্যান্ড। দ্বাদশতম ঝড়ের নাম আরব আমীরশাহীর দেওয়া, সেই নাম হল সেনিয়ার। আর এই স্তম্ভের শেষ বা ত্রয়োদশতম ঝড়ের নাম হবে দিত্বাহ, সেটি ইয়েমেনের দেওয়া নাম।

পথে প্রতিবাদে। কেরলে ছুরিকাঘাতে চিকিৎসক হত্যার ঘটনায় সুবিচারের দাবিতে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা।

৬৯ সভা, ৪১ রোড শো ‘পঞ্চরথী’র সব জলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: দাক্ষিণাত্যের একটি রাজ্য হাতে ছিল গেরুয়া ব্রিগেডের। সেই রাজ্যকে কামড়ে ধরে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল মোদী বাহিনী। অনেকটা একুশের ভোটে বাংলায় যেভাবে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিজেপি, সেই একই কায়দায় তাঁরা ঝাঁপ দিয়েছিল কন্নড়ভূমেও। পদ্মপার্টির ৫ মহারথী সেখানে ভোট প্রচারে গিয়ে ১ মাসের মধ্যে করেছিলেন মোট ৬৯টি সভা, ৪১টি রোড-শো। কিন্তু তারপরেও জয়ের মুখ দেখতে পারল না পদ্মপার্টি। দক্ষিণ ভারতের একমাত্র রাজ্য থেকেও নিভে গেল বিজেপির বাতি। বদলে গেল দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রও। গেরুয়া এখন ক্রমশ কোণঠাসা হচ্ছে দেশের বুকে।

তথ্য ও পরিসংখ্যান বলছে কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে জেতাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করেছেন ১৯টি সভা ও ৬টি রোড শো। বিজেপির সেকেন্ড ইন কম্যান্ড তথা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ করেছেন ১৬টি সভা ও ১৫টি রোড শো। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা করেছেন ১০টি সভা ও ১৬টি রোড শো। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ করেছেন ৯টি সভা ও ৩টি রোড শো। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা করেছেন ১৫টি সভা ও ১টি রোড শো। কিন্তু এত কিছু করেও তাঁরা ব্যর্থ হলেন কন্নড়ভূমে দলকে জেতাতে। হাল এতটাই খারাপ যে ৭ অঙ্কের ঘরেও পা রাখতে পারেনি বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা। অথচ পদ্মপার্টির সবাই বেশ জোর গলায় দাবি করেছিলেন বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সেখানে সরকার গড়বে। বাস্তব ভিন্ন ছবি তুলে ধরল। দেশ থেকে আরও একটি রাজ্য থেকে ধুয়ে মুছে গেল বিজেপির শাসন। মানচিত্রে চোখ রাখলে দেখা যাচ্ছে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে এখন কেবলমাত্র বিজেপি ও বিজেপির মিত্র দলগুলির শাসনের অধীনে রয়েছে সিকিম, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও পণ্ডিচেরি।

তথ্য বলছে, দেশের মধ্যে ১৫টি রাজ্যে এখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গেরুয়া শাসন চলছে। কিন্তু হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লি, রাজস্থান, কেরল, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক, তেলেঙ্গানা, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার ও বাংলায় নেই গেরুয়া রাজত্ব। এই ১৪টি রাজ্যে কার্যত গেরুয়া বিরোধী মানসিকতা এখন তুঙ্গে উঠেছে। দেশের ৪৩ শতাংশ এলাকা রয়েছে গেরুয়ার অধীনে, ৫৭ শতাংশ এলাকা রয়েছে বিরোধীদের দখলে। দেশের জনতার ৪৪ শতাংশ রয়েছেন গেরুয়ার শাসনে, ৫৬ শতাংশ রয়েছে বিরোধীদের শাসনে। সময় যতই গড়াবে ততই কিন্তু পাল্লা ভারী হবে বিরোধীদের। বিজেপির হাত থেকে আরও জমি হাতছাড়া হবে। আরও বদলাবে দেশের মানচিত্র। এখন রাজ্যে রাজ্যে আওয়াজ উঠেছে ‘বিজেপি হঠাও দেশ বাঁচাও’।

নিজস্ব পরিচয় লোপ পাবে উগ্র হিন্দুত্বে আতঙ্ক কর্নাটকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: নরেন্দ্র মোদীর উগ্র হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদের ধুয়ো শুধু যে কাজ করেনি, তা নয়। উল্টে কর্নাটকে তা বিজেপির বিরুদ্ধে গিয়েছে বলে কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করছেন। কর্নাটকের নির্বাচনের শেষবেলার প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একের পর এক জনসভায় বজরংবলীর জয়ধ্বনি তুলেছিলেন। কংগ্রেস কর্নাটকের অখণ্ডতা রক্ষার কথা বলায় প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ তুলেছিলেন, কংগ্রেস কর্নাটককে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা করছে। সে সময় কংগ্রেস নেতাদের ভয় ছিল, উগ্র হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলে মোদী বিজেপিকে কর্নাটকের বৈতরণী পার করিয়ে ফেলবেন। কিন্তু ভোটের ফল বিশ্লেষণ অন্য কথা বলছে। কংগ্রেস নেতাদের দাবি, বিজেপির এই উগ্র হিন্দুত্ব ও হিন্দি বলয়ে সফল হওয়া জাতীয়তাবাদের ধুয়ো দেখে কর্নাটকের প্রায় সব সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষই কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন। একমাত্র উচ্চবর্ণ ও লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের ভোট বাদে। ভোক্কালিগাদের পাশাপাশি কুরুবাদের মতো অনগ্রসর সম্প্রদায়, অন্যান্য ওবিসি, দলিত, মুসলিম, আদিবাসীদের বেশির ভাগ ভোট কংগ্রেস পেয়েছে।

কেন এই ফল? বিজেপি কর্নাটকে এত দিন উগ্র হিন্দুত্বের পথে না হেঁটে লিঙ্গায়েত, ভোক্কালিগাদের মঠের মাধ্যমে তাঁদের ভোট কুড়োনোর চেষ্টা করেছে। দক্ষিণ ভারতের মানুষ বরাবরই নিজেদের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতির আঞ্চলিক পরিচিতি নিয়ে স্পর্শকাতর। বিজেপি এ বার গোটা দেশের মতো কর্নাটকেও উগ্র হিন্দুত্ব, জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তোলায় কর্নাটকের মানুষ মনে করেছেন, বিজেপির হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্তানের দাপটে তাঁদের আঞ্চলিক পরিচিতি ধামাচাপা পড়ে যেতে পারে।

কংগ্রেস সূত্রের বক্তব্য, এই কারণেই কংগ্রেস ওবিসি, দলিত, আদিবাসী, মুসলিম ভোটে বাকি সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। তবে উচ্চবর্ণের ভোট বিজেপি বেশি পেয়েছে। লিঙ্গায়েতদের বড় অংশ কংগ্রেসকে ভোট দিলেও তাদের অধিকাংশ ভোট বিজেপি পেয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস গত নির্বাচনে ১২টি দলিত বা তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনে জিতেছিল। এ বার ২১টি জিতেছে। আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত ১৫টি আসনের ১৪টিই কংগ্রেস পেয়েছে। বিজেপি একটিও জেতেনি। যে ৯ জন মুসলিম বিধায়ক জিতেছেন, সকলেই কংগ্রেসের।

কর্নাটকের ওয়াকফ বোর্ডের প্রধান শাফি সাদি দাবি তুলেছেন, কংগ্রেসকে মুসলিমদের মধ্যে থেকে এক জনকে উপমুখ্যমন্ত্রী, পাঁচ জনকে মন্ত্রী করতে হবে। যা তুলে ধরে বিজেপি নেতা অমিত মালব্য বলেছেন, কংগ্রেসকে তোষণের রাজনীতির দাম চোকাতে হবে। কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেরার পাল্টা দাবি, শাফি সাদি বিজেপির মদতেই ওয়াকফ বোর্ডের প্রধান হয়েছিলেন।

তিন মাসের মধ্যে ভুঁড়ি কমানোর নির্দেশ জারি ডিজির

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশালাকায় বপু নিয়ে অনেকেই ঠিকমতো ছুটতে পারেন না। নড়তে-চড়তেই সময় পেরিয়ে যায়। তাই আইনশৃঙ্খলা রক্ষার গুরুদায়িত্বে থাকা উর্দিধারীদের শারীরিক সক্ষমতা ফেরাতে কঠোর পদক্ষেপের পথে হাঁটলেন অসম পুলিশের ডিজি জি পি সিং। কনস্টেবল থেকে শুরু করে থানার আইসি, সিআই-সহ অসম পুলিশ সার্ভিস ও ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের আধিকারিকদের আগামী তিন মাসের মধ্যে মেদ কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন। মেদ নিয়ন্ত্রণে না আনলে অবসরে পাঠানো হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। আর ডিজির ওই হুঁশিয়ারি ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে পুলিশ মহলে। সম্প্রতি সুরায় আসক্ত ৩০০ পুলিশ কর্মী ও আধিকারিকদের স্বেচ্ছাবসরে পাঠানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। আর তারপরে পুলিশ বাহিনী থাকা বিশালাকায় বপুর অধিকারী পুলিশ কর্মী-আধিকারিকদের মেদ ঝরিয়ে শারীরিকভাবে সক্ষম করানোর জন্য রাজ্য পুলিশের ডিজিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। ওই নির্দেশ পাওয়ার পরেই এদিন বাহিনীর অধস্তন কর্মী-আধিকারিকদের বপু কমানোর নির্দেশ জারি করেছেন অসম পুলিশের ডিজি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক টুইটে তিনি জানিয়েছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত সব সদস্যের বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী তিন মাস আইপিএস, এপিএস আধিকারিক-সহ সব পুলিশ কর্মীকে আগামী ১৫ অগস্টের মধ্যে শারীরিকভাবে ফিট হওয়ার জন্য সময় দেওয়া হচ্ছে। ১৬ অগস্ট থেকে পরবর্তী ১৫ দিন পুলিশ সদস্যদের শারীরিক মাপজোক হবে। বিএমআই ৩০ শ্রেণিতে যারা পড়বেন, তাদের ওজন কমানোর জন্য আরও তিন মাস অর্থাৎ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হবে। তার মধ্যে ওজন কমাতে না পারলে স্বেচ্ছাবসরে পাঠানো হবে।

হেমকুন্দ সাহিব যাত্রায় শিশু ও বয়স্কদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি

চামোলি: উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান হল হেমকুন্দ সাহিব গুরদ্বার। প্রতি বছরই এই গুরদ্বার দর্শনে যান হাজার হাজার মানুষ। এ বছর আগামী ২০ মে থেকে হেমকুন্দ সাহিব যাত্রা শুরু হচ্ছে। কিন্তু যাত্রা সুর প্রাক্কালে তীব্র তুষারপাত শুরু হয়েছে এলাকায়। তাই ঝুঁকি এড়াতে এবছর হেমকুন্দ সাহিব যাত্রায় শিশু এবং বয়স্কদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল উত্তরাখণ্ড সরকার। সোমবার জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে অফিশিয়ালি নোটিশ দিয়ে এই নিষেধাজ্ঞার কথা জানানো হয়েছে।

হেমকুন্দ সাহিব গুরুদ্বার যাত্রায় এবছর শিশু এবং বয়স্কদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে এক নোটিশ দিয়েছে চামোলি জেলা প্রশাসন। সেই নোটিশে হেমকুন্দ সাহিব এলাকার বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, হেমকুন্দ সাহিবে ৭ থেকে ৮ ফুট তুষার জমে রয়েছে। তার ফলে শিশু এবং ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে বয়স্কদের হেমকুন্দ সাহিব যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। আগামী ২০ মে হেমকুন্দ সাহিবের দ্বার খুলছে।

হেমকুন্দ সাহিব গুরুদ্বার যাত্রার ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট নরেন্দ্রজিৎ সিং বিন্দ্রা বলেন, চামোলি জেলা প্রশাসনের নির্দেশ মেনে এ বছর হেমকুন্দ সাহিবে তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জেলা প্রশাসনের নির্দেশ মোতাবেক অসুস্থ, শিশু এবং বয়স্কদের এ বছর হেমকুন্দ সাহিব যাত্রা অনুমতি দেওয়া হবে না। প্রসঙ্গত, হেমকুন্দ সাহিব যাত্রা শুরুর আগে ১৪ মে রবিবার সকালেই এলাকা পরিদর্শনে যান চামোলি কালেক্টর হিমাংশু খুরানা। তিনি গোবিন্দ ঘাট গুরুদ্বার থেকে হেমকুন্দ সাহিব পর্যন্ত হেঁটে পরিদর্শন করেন। এই এলাকার মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষত বিদ্যুৎ, জল, স্বাস্থ্য পরিষেবার বন্দোবস্ত করার পাশাপাশি বাথরুম এবং পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দিয়েছেন তিনি। এছাড়া তীর্থযাত্রীদের যাত্রাপথে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য আকাশপথে হেলিকপ্টারে এলাকা পরিদর্শন করেন চামোলির জেলাশাসক।

প্রসঙ্গত, হেমকুন্দ সাহিব-এর আক্ষরিক অর্থ হল, তুষারের লেক এবং এটি বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ গুরুদ্বার। সমুদ্রতল থেকে ৪৬৩৩ মিটার উঁচুতে অবস্থিত এটি। বর্তমানে লক্ষণ মন্দির সহ পুরো এলাকা ৭-৮ ফুট পুরু তুষার চাদরে আবৃত।

কথা দিয়েছেন অভিষেক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাস্তার জরিপ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি: কথা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফল। রবিবার এলাকায় এসে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার থেকেই রাস্তার মাপজোক শুরু হয়ে গেল বড়বৈনান মণ্ডলপাড়ায়। পূর্ব বর্ধমানের রায়না-২ ব্লকের বড়বৈনান মণ্ডলপাড়ার একটি রাস্তা পরিদর্শন করে গেলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। রবিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রায়নায় সভা করেন। তার আগে সুবলদহ গ্রামে রাসবিহারী বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করতে যান তিনি। বড়বৈনান মণ্ডলপাড়ার বেহাল রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে গ্রামবাসীদের সমস্যার কথাও শোনেন তিনি। অভিষেকের নির্দেশে ২৪ ঘণ্টা পার হতে না হতেই রাস্তা নিয়ে তৎপরতা শুরু।

রায়নায় সভা করতে যাওয়ার আগে বড়বৈনানের মণ্ডল পাড়ায় ঘুরে ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখেছিলেন, ‘রায়নার জনসভায় উপস্থিত হওয়ার আগে বড়বৈনানের মণ্ডলপাড়ায় স্থানীয়দের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটালাম। এলাকাবাসী এখনও গ্রাম সড়ক যোজনার সুবিধা পাচ্ছেন না। তাঁরা তাঁদের ক্ষোভ আমাকে জানালেন। আমি কথা দিয়েছি, দিল্লির বুক থেকে আমি তাঁদের ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে আনবই। রাজধানী কাঁপবে জন আন্দোলনে। মানুষের জন্য যতদূর পর্যন্ত পৌঁছনো যায় আমি যাব।’

সোমবার এলাকা সরেজমিনে ঘুরে দেখেন রায়না ২-এর বিডিও, ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার, অঞ্চল ও জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়াররা। ছিলেন রায়না বিধানসভার বিধায়ক তথা জেলা পরিষদের সভাধিপতি শম্পা ধাড়া ও ব্লক পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সৈয়দ কলিমুদ্দিন। আধিকারিকরা মাপজোকও করেন। স্থানীয় প্রধান তরুণকান্তি ঘোষ জানান, চারভাগে ভাগ করে এই রাস্তা হওয়ার কথা ছিল। টাকা না আসায় কাজ করা যায়নি। তবে এখন সবস্তরের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। কাজ দ্রুত হয়ে যাবে। অন্যদিকে বিডিও অনিলা যশ জানান, এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ শোনা হয়েছে। জেলা এবং ব্লকের প্রতিনিধিরাও গিয়েছেন। এস্টিমেটও তৈরি হচ্ছে।

সেতু নেই, মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন মালদহের দুই গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি: একমাত্র নদী বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে দুটি গ্রামকে। গ্রামের তিনদিন ঘিরে আছে আঁকাবাঁকা নদী ও সেই নদীর খাঁড়ি। গ্রাম দুটির এক প্রান্তে রয়েছে বিশাল মাঠ ও বিল। কৃষি নির্ভর এই দু'টি গ্রাম আজও মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। এর মূল কারণ স্বাধীনতার এত বছর পরেও নদীর উপর পাকা সেতু না থাকা। বাধ্য হয়ে বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে যাতায়াত করে গ্রামের মানুষ। আর বর্ষায় ভরসা রাখতে হয় নৌকায়। পুরাতন মালদহের মুচিয়া পঞ্চায়েতে গেলে এমনই দুটি বিচ্ছিন্ন গ্রামের সন্ধান পাওয়া যাবে। একমাত্র সেতু তৈরি হলেই এই দু'টি গ্রামের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সরল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। কিন্তু সেটার অভাবে আজও উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত শিবগঞ্জ ও বিধানগড় গ্রাম দু'টি। রাজ্যজুড়ে যখন একের পর এক গ্রামের পরিকাঠামো বদলে যাচ্ছে সেই সময় মালদহের এই দু'টি গ্রামের এমন বিপরীত ছবি গ্রামবাসীদের অসহায় পরিস্থিতিটাই আরও ভালো করে ফুটিয়ে তোলে। শিবগঞ্জ ও বিধানগড় মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ বসবাস করেন। এখানকার মানুষের একটাই দাবি, স্থায়ী সেতু তৈরি করা হোক। এই দাবি নিয়ে তাঁরা

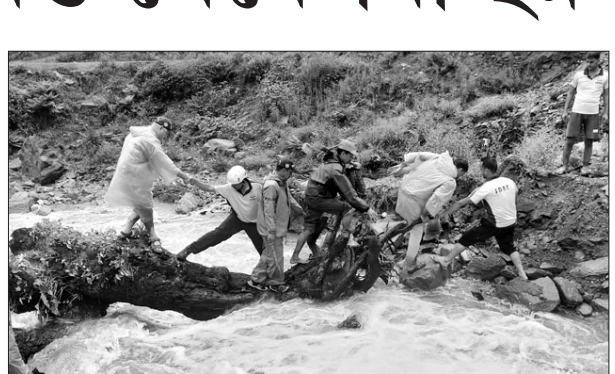

বারংবার পঞ্চায়েত অফিস থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসন সবার কাছে দরবার করেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। এই দু'টি গ্রামের পাশে কয়েকশো একর চাষের জমি আছে। সেই চাষের জমিকে কেন্দ্র করেই এখানে জনবসতি গড়ে ওঠে। আজও গ্রামের মানুষের মূল জীবিকা চাষবাস। গ্রামবাসীদের দাবি, তাঁদের এখানে ফসল ভালোই উৎপন্ন হয়। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় উৎপন্ন ফসল সেভাবে বাইরে বিক্রি করতে পারেন না। শুধু তাই নয়, গ্রামে যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় বর্তমানে অনেকেই গ্রাম ছাড়ছেন। এমনকী এই গ্রামে মেয়েদের বিয়ে দিতে চান না অনেকেই। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

এই প্রসঙ্গে মালদহ বিধানসভার বিধায়ক গোপাল সাহা জানান, গোপালগঞ্জ ও বিধানগড়ের মধ্যে স্থায়ী সেতু তৈরির জন্য তিনি প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন। কিন্তু জেলা প্রশাসন কোনোরকম উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না। মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন জানান, রাজ্য সরকার গ্রাম বাংলায় রাস্তা, থেকে পানীয় জলের বহু উন্নয়ন কাজ করেছেন। তবে শিবগঞ্জ ও বিধানগড়ের মানুষের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে আরও কিছুটা সময় লাগবে।

টেন্ডার দুর্নীতি বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আবারও টেন্ডার নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। আর আবারও সেই মানিকচক গ্রাম পঞ্চায়েতে। এবারে গোপনে টেন্ডার করার অভিযোগ উঠেছে মানিকচক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। সমস্ত সদস্যকে অন্ধকারে রেখে গোপনে প্রায় এক কোটি পাঁচ লাখ টাকার টেন্ডার করার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি পরিচালিত মানিকচক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিউটি মণ্ডলের বিরুদ্ধে। আর এর বিরুদ্ধে সরব হয়ে মানিকচক পঞ্চায়েতের ১৯ জন সদস্যের মধ্যে আটজন সদস্য মানিকচক বিডিও-র কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

তৃণমূল নেতা তথা মানিকচক ব্লক তৃণমূলের সেক্রেটারি সানোয়ার আলি পারভেজের দাবি, ‘‘মোটা অঙ্কের টাকা কমিশনের বিনিময়ে নিজেদের পেটুয়া ঠিকাদারকে কাজ পাইয়ে দিতে সকলকে অন্ধকারে রেখে গোপনে টেন্ডার করেছেন প্রধান।’’ নির্ঘণ্ট অনুযায়ী এদিন ছিল টেন্ডার ড্রপিং ও টেন্ডারবিট ওপেনের দিন।

আর এই নিয়ে মানিকচক পঞ্চায়েত চত্বর ছিল সরগরম। কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। মানিকচক পঞ্চায়েতে গিয়ে দেখা গেল পঞ্চায়েত দফতরের ভিতরে দফায় দফায় বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ছে দুই পক্ষ। এক পক্ষের দাবি, সোমবার যে টেন্ডার ড্রপিং ও বিট ওপেনের দিন তা তারা জানতেন না। গত শনিবার স্পিড পোস্টের মাধ্যমে একজন পঞ্চায়েত সঞ্চালক টেন্ডারবিট ওপেনের নোটিশ পান। আর এতেই তারা প্রচন্ড ক্ষেপে যান। পঞ্চায়েত সদস্যা ফুলবতী চৌধুরী অভিযোগ করে বলেন, ‘‘পঞ্চায়েতে যে এত টাকার টেন্ডার হচ্ছে সেই ব্যাপারে আমাদের কিছু জানা নেই। সরাসরি টেন্ডার বিট ওপেনের নোটিশ পেয়েছি।

আমাদের একেবারে অন্ধকারে রেখে মোটা টাকার বিনিময়ে নিজেদের পেটুয়া ঠিকাদারদের কাজ পাইয়ে দিতে এমনটা করছেন প্রধান। আমরা সমস্ত ঘটনার বিবরণ জানিয়ে মানিকচকের বিডিও-কে লিখে অভিযোগ দায়ের করেছি। অবিলম্বে এই টেন্ডার বাতিল করে নতুন করে টেন্ডার করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। তবে সমস্ত অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন মানিকচক পঞ্চায়েত প্রধান বিউটি মণ্ডল। তিনি বলেন, সমস্ত নিয়ম মেনেই টেন্ডার হয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়ন ব্যাহত করতে বিরোধীরা মিথ্যা অভিযোগ করছে।

বাইসনের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ সাঁতালির মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাইসনের তাণ্ডবে প্রাণ ওষ্ঠাগত সাঁতালি এলাকার মানুষের। পরিস্থিতি এমনই যে বাড়ির বাইরে বের হওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এই সমস্যার আশু সমাধানও দেখা যাচ্ছে না। কারণ বক্সার জঙ্গল নাকি জলদাপাড়ার জঙ্গল থেকে বাইসন সাঁতালি এলাকায় প্রবেশ করছে তা এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না বনকর্মীরা। ফলে বাইসনের হানা ঠেকানোর বিশেষ কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

আবার একটি বাইসনকে এই এলাকায় ঘুরতে দেখা গিয়েছে। ঠিক সন্ধের মুখে দেখা যায় দু'টি বাইসন এলাকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বিপদ আঁচ করে স্থানীয় বাসিন্দারা বন দফতরের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জ অফিসে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছন বনকর্মীরা। পাশাপাশি পানামোবাইল রেঞ্জ, কোদালবস্তি রেঞ্জ, মন্থরাম বিট ও জলদাপাড়া রেঞ্জের বনকর্মীরাও এলাকায় এসে উপস্থিত হন। রাতের বাইসন দু'টিকে পূর্ব সাঁতালির সুপুরি বাগানের ভিতর দৌড়তে দেখা যায়। এরপর বাইসন দুটি মেন্দাবাড়ি এলাকায় ঢুকে পড়ে। একটি বাইসন শালবাড়ি এলাকার একটি সুপুরি বাগানে ১৫ মিনিটের মতো দৌড়ে একটি জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

এই পরিস্থিতিতে রাতের অন্ধকারে বাইসন ধরতে ঘুম উড়ে যায় বনকর্মীদের। রবিবার ফের একটি বাইসন জঙ্গল থেকে সাঁতালি এলাকায় প্রবেশ করে। তার দৌড়াদৌড়িতে এলাকার সুপুরি বাগান, সেগুন বাগানের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে বাড়িঘর ছেড়ে রাস্তায় চলে আসেন। এরপর ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে বাইসন দুটিকে কাবু করে বনকর্মীরা। এরপর তাদের জলদাপাড়ার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে সমস্যার সাময়িক সমাধান হলেও কী করলে বাইসনের তাণ্ডব থেকে বাঁচা যাবে তা বুঝতে পারছেন না এলাকার মানুষ।

অবলা পশু-পাখিদের তৃষ্ণা মেটাতে অভিনব উদ্যোগ বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাঁকুড়া মাড়োয়ারি যুব মঞ্চের উদ্যোগে এই প্রবল গরমে পশু-পাখিদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হল। এই কারণে শহরে জলের পাত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শহরের একাধিক জায়গায় পাত্র বসিয়ে তার মধ্যে রাখা হচ্ছে পানীয় জল। এর ফলে এই গরমে পশুপাখিদের পানীয় জলের অভাব অনেকটাই মিটবে এমনটাই আশা করা যায়।

এখন বাঁকুড়ায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপর থাকছে। গতকাল এক পশলা বৃষ্টি হলেও সকাল থেকেই সূর্য দেব তার নিজ মূর্তি ধারণ করেছেন। সাধারণ মানুষ বাড়ি থেকে বেরোতে পারছেন না। এমনিতেই গ্রীষ্মকালে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে বাঁকুড়া শহরে। সাধারণ মানুষের জল সংকট দূর হলেও শহরে গরু-ছাগলসহ পশু-পাখিদের প্রবল গরমে পানীয় জলের অভাব দেখা যায়। অনেক সময় জলের ট্যাপ থেকে যেটুকু জল পড়ে সেখান থেকেই তৃষ্ণা মেটায় গরু, ছাগল, কুকুর থেকে পশু-পাখিরা।

তাই পশু-পাখিদের কথা মাথায় রেখে বাঁকুড়া শহরের কমরার মাঠ এলাকার মাড়োয়ারি যুব মঞ্চের সদস্যরা বাঁকুড়া শহরের বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় পশুপাখিদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। এই বিষয়ে যুবমঞ্চের পক্ষ থেকে বিশাল বাঙ্কা বলেন, ‘‘গত কয়েকদিন ধরেই আমরা শহরের প্রতিটি কোণায় বড় বড় জলের পাত্র রাখার ব্যবস্থা করছি যাতে এই গরমে পশুপাখিরা জলের পাত্র দিয়ে তৃষ্ণা মেটাতে পারে। এখনও পর্যন্ত ৩০টির বেশি এরকম পাত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাত্রগুলো মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। জনগণের চাহিদা বাড়লে মানুষের কাছে আরও পাত্র পৌঁছে দেব।’’ মাড়োয়ারি যুব মঞ্চের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন শহরের নাগরিকবৃন্দ। এরকম কাজে শহরের সব মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন মাড়োয়ারি যুব মঞ্চের সদস্যরা।

জিলকদ মাসের আমল, ফজিলত এবং তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য

রজবকে বলা হয় আল্লাহর মাস। এই মাস ইবাদতের ভূমি কর্ষণের মাস, বেশি বেশি নফল ইবাদতের মাস। শাবান হল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাস। এই মাসে ইবাদতের বীজ বপন করা হয়। এই মাসেই রয়েছে মর্যাদার রাত নিসফ শাবান বা শবে বরাত। আর রমজান হল উম্মতের মাস, ফসল তোলার মাস, ফরজ রোজা, তারাবির নামাজ, কিয়ামুল্লাইলের মাস। এই মাসটি কোরান নাজিলের মাস, ইবাদত-তেলাওয়াতের মাস হিসেবে প্রসিদ্ধ।

দুই ইদের মধ্যবর্তী মাস হল জিলকদ। কোরানের ঘোষিত ৪ হারাম মাসের মধ্যে এটি একটি। আবার হজের ৩ মাসের মধ্যবর্তী মাসও এটি। অবস্থানগত কারণ ছাড়াও এ মাসটি ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জিলকদ মাসকে আরবিতে 'জুলকাদাহ' বলা হয়। ফারসি ও উর্দুতে এটিকে জিলকাদা বলা হলেও বাংলায় এটি জিলকদ মাস হিসেবে ব্যাপক পরিচিত ও ব্যবহৃত। এর অর্থ হল— বসা, স্থিত হওয়া কিংবা বিশ্রাম গ্রহণ করা। কারণ এই মাসের আগের ৪ মাস যেমন ইবাদত-বন্দেগির মাস, তেমনি এর পরের মাসে মুসলিম উম্মাহর বিশেষ ইবাদত হজের মাস। জিলকদ মাস আসার আগে মুমিন মুসলমান রজব মাস থেকে শুরু করে শাওয়াল মাস পর্যন্ত আল্লাহপাকের ইবাদত-বন্দেগিতে ব্যস্ত থাকে। আবার তার পরের মাসেই হজ পালনকারীরা যেমন হজ ও ওমরাহ করবে, তেমনি যারা রোজা পালন করবে তারা জিলহজ মাসের প্রথম ৯ দিন রোজা পালন করবে। তাই এই মাসটি মুমিন মুসলমানের জন্য একটু বিশ্রাম নেওয়ার মাস।

রজবকে বলা হয় আল্লাহর মাস। এই মাস ইবাদতের ভূমি কর্ষণের মাস, বেশি বেশি নফল ইবাদতের মাস। শাবান হল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাস। এই মাসে ইবাদতের বীজ বপন করা হয়। এই মাসেই রয়েছে মর্যাদার রাত নিসফ শাবান বা শবে বরাত। আর রমজান হল উম্মতের মাস, ফসল তোলার মাস, ফরজ রোজা, তারাবির নামাজ, কিয়ামুল্লাইলের মাস। এই মাসটি কোরান নাজিলের মাস, ইবাদত-তেলাওয়াতের মাস হিসেবে প্রসিদ্ধ। রমজান পরবর্তী শাওয়াল মাস হল ইদুল ফিতর, সদকাতুল ফিতর ও নির্ধারিত সুন্নাতি আমল ৬ রোজার মাস। ঠিক এভাবেই আগের ৪ মাসের মতো জিলকদ মাসের পরের দুই মাসও (জিলহজ মাস ও মহররম মাস) ইবাদতে ব্যস্ততর মাস। সুতরাং জিলকদ মাসে মুমিন মুসলমান একটু বিশ্রাম গ্রহণ করেন। যে কারণে এই মাসের নাম জুলকাদাহ বা জিলকদ তথা বিশ্রামের মাস রাখা হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে এই মাস অনেক গুরুত্বপূর্ণ। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে যে কয়টি ওমরা করেছেন তার সব ক'টি করেছেন এই জিলকদ মাসে। এই মাসেই সংঘঠিত হয়েছিল হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বাইয়াতে রিদওয়ান। তবে এই মাসে নির্দিষ্ট কোনো ফরজ ওয়াজিব ও সুন্নাত ইবাদত কিংবা আমল নেই। মুসলিম উম্মাহর যেন ইবাদতের মাসগুলো অতিবাহিত করে সামনে হজ ও রোজার প্রস্তুতি নেওয়ার পথে কোনও যুদ্ধ-বিগ্রহ তথা বাদানুবাদে জড়িয়ে যেন বিশ্রামের ঘাটতি না হয়, সে কারণেই এই মাসে সব ধরনের আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ নিষিদ্ধ করে হারাম মাস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আরবের লোকেরা তৎকালীন সময়ে জিলকদ মাসে বাণিজ্য থেকে ফিরে আসত, যুদ্ধ থেকে ফিরে আসত এবং বিশ্রাম গ্রহণ করত। তাছাড়া ঋতুর পরিবর্তনে এই সময়টায় স্থানীয় আরবের লোকজনের হাতে তেমন কোনও কাজও থাকত না। আরব সংস্কৃতি অনুযায়ী তারা এই মাসে যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত থাকত এবং অন্যায়-অপরাধ (মদ্যপান) থেকেও বিরত থাকত। এসব কারণেও এই মাসকে জিলকদ বলা হয়। (লিসানুল আরব, ইবনে মানজুর)।

ইবাদতের জন্য প্রস্তুতি ও আমল

রজব-শাবান মাসে নফল রোজা, রমজানজুড়ে ফরজ রোজা, সন্ধ্যা ও ভোর রাতে তারাবিহ-তাহাজ্জুদ ও সাহরি গ্রহণ এবং শাওয়ালে ৬ রোজা রাখার পর জিলহজ মাসে বিশ্রাম নিয়ে পরবর্তী মাসের রোজা ও হজ-কুরবানির প্রস্তুতি গ্রহণের মাস এটি।

জিলকদ মাসের আমল

এই মাসজুড়ে বিশ্রামের পাশাপাশি এই মাসেও অন্যান্য আরবি মাসগুলোর মতো নিয়মিত আমলগুলো করা যেতে পারে। তা হল—

- এই মাসের ১, ১০, ২০, ২৯ ও ৩০ তারিখ রোজা পালন করা।
- জিলকদ মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ (২৫-২৭ জুন) আইয়ামের বিজের রোজা পালন করা।
- সোম ও বৃহস্পতিবারের সাপ্তাহিক সুন্নাত রোজা পালন করা। (তা হল— ১৭, ২১, ২৪ ও ২৮ জুন এবং ০১, ০৫, ০৮, ১২, ১৫ ও ১৯ জুলাই)।
- কোরান তেলাওয়াত করা ও সালাতুত তাসবিহ নামাজ আদায় করা।
- সম্ভব হলে ওমরাহ পালন করা।
- হজের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা।
- কুরবানির প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

জিলকদ মাসের স্মরণীয় যত ঘটনা

- জিলকদ মাসে যে কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহকেই নিষিদ্ধ করেছে ইসলাম।
- এ মাসেই বাইয়াতে রিদওয়ান অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
- ১ জিলকদ— হুদায়বিয়ার সন্ধি, হজরত আলি ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বিবাহ সংঘটিত হয়।
- ৮ জিলকদ— মুসলমানদের জন্য জীবনে একবার হজ পালন ফরজ, ইমাম দারকুতনি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকাল।
- ১৭ জিলকদ— খন্দকের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৫ জিলকদ — হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম। পবিত্র কাবা শরিফের পৃথিবীতে প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয় বলে জানা যায়। এ ছাড়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২৫ জিলকদ বিদায় হজের জন্য মদিনায় থেকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা দেন।
- ২৭ জিলকদ হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আহত হন। এই ২৭ জিলকদ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ দুই মুহাদ্দিস সৈয়দ আহমদ শহিদ ও ইসমাইল শহিদ বালাকোটের যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেন। কেউ কেউ ২৪ জিলকদও বলে থাকেন।
- ৭ম হিজরির জিলকদ মাসে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম ওমরা পালন করেছিলেন।
- এই মাসেই প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনের সব ওমরাহ পালন করেন।

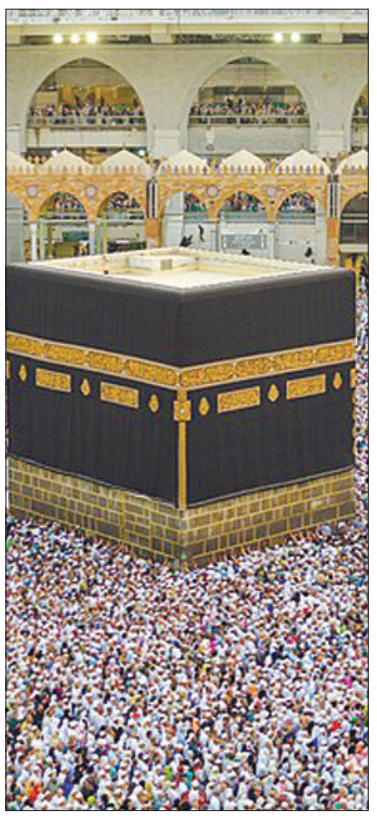

নারীদের পর্দাসীন করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম

আবদুল কাদের মুহাম্মদ শাহনওয়াজ

ইসলাম বিশ্বজনীন এক চিরন্তন ও শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও সকল অধিকারের স্বীকৃতির পাশাপাশি রয়েছে তাদের সতীত্ব সুরক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি। তাদের সম্মান, মর্যাদা ও সতীত্ব অক্ষুন্ন রাখতেই ইসলাম তাদের উপর আরোপ করেছে হিজাব বা পর্দা পালনের বিধান। মূলত 'হিজাব বা পর্দা' নারীর সৌন্দর্য ও মর্যাদার প্রতীক, নারীর সতীত্ব এবং ইজ্জত-আবরুর রক্ষাকবচ।

নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার অতি সহজ ও কার্যকর উপায়। এই বিধান অনুসরণের মাধ্যমে হৃদয়-মনের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, ''এই বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।'' (সূরা আহযাব— ৫৩)

ইসলাম পর্দা পালনের যে বিধান আরোপ করেছে তা মূলত অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরসনের লক্ষ্যে এবং সামাজিক অনিষ্টতা ও ফেতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচার নিমিত্তেই করেছে। নারীদের প্রতি কোনও প্রকার অবিচার কিংবা বৈষম্য সৃষ্টির জন্য করেনি। বরং তাদের পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষার্থেই তাদের উপর এই বিধানের পূর্ণ অনুসরণ অপরিহার্য করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, ''আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।''

(সূরা আহযাব—৩৩) এজন্য পর্দা-বিধান ইসলামী শরীয়তের পক্ষ থেকে সাধারণভাবে সমাজ-ব্যবস্থার এবং বিশেষভাবে উম্মতের নারীদের জন্য অনেক বড় ইহসান। এই বিধানটি মূলত ইসলামী শরীয়তের যথার্থতা, পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বকালের জন্য অমোঘ বিধান হওয়ার এক প্রচ্ছন্ন দলিল।

মানবসমাজকে পবিত্র ও পঙ্কিলতামুক্ত রাখতে পর্দা বিধানের কোনও বিকল্প নেই। বিশেষ করে বর্তমান সমাজের যুবক ও তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা ও নারীজাতির নিরাপত্তার জন্য পর্দা-বিধানের পূর্ণ অনুসরণ এখন সময়ের দাবি।

পর্দা-পরিচিতি

'পর্দা' শব্দটি মূলত ফারসি। যার আরবি প্রতিশব্দ 'হিজাব'। পর্দা বা হিজাবের বাংলা অর্থ আবৃত করা, ঢেকে রাখা, আবরণ, আড়াল, অন্তরায়, আচ্ছাদান, বস্ত্রাদি দ্বারা সৌন্দর্য ঢেকে নেওয়া, আবৃত করা বা গোপন করা ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে উভয়ের মাঝে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত যে আড়াল বা আবরণ রয়েছে তাকে পর্দা বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, নারীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রূপলাবণ্য ও সৌন্দর্য পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখার যে বিশেষ ব্যবস্থা ইসলাম প্রণয়ন করেছে তাকে পর্দা বলা হয়। মূলত হিজাব বা পর্দা অর্থ শুধু পোশাকের আবরণই নয়, বরং সামগ্রিক একটি সমাজব্যবস্থা, যাতে নারী-পুরুষের মধ্যে অপবিত্র ও অবৈধ সম্পর্ক এবং নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচারী আচরণ রোধের বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে।

পর্দার বিধান

পর্দা ইসলামের সার্বক্ষণিক পালনীয় অপরিহার্য বিধান। কোরান-সুন্নাহর অকাট্য দলিল প্রমাণাদির ভিত্তিতে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি বিধানাবলীর মতো সুস্পষ্ট এক ফরজ বিধান।

ইসলাম পর্দা পালনের যে বিধান আরোপ করেছে তা মূলত অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরসনের লক্ষ্যে এবং সামাজিক অনিষ্টতা ও ফেতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচার নিমিত্তেই করেছে। নারীদের প্রতি কোনও প্রকার অবিচার কিংবা বৈষম্য সৃষ্টির জন্য করেনি। বরং তাদের পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষার্থেই তাদের উপর এই বিধানের পূর্ণ অনুসরণ অপরিহার্য করা হয়েছে। **প্রথম পর্ব**

আল্লাহতায়ালাই এই বিধানের প্রবর্তক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, ''যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।'' (সূরা আহযাব— ৫৩)

এই বিধানের প্রতি পূর্ণ সমর্পিত থাকাই ইমানের দাবি। এই বিধানকে হালকা মনে করা কিংবা অমান্য করার কোনও অবকাশ নেই। কেননা ইসলামী শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানের বিরোধিতা করার অধিকার কারো নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, ''আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোনও বিষয়ের নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা কোনও মুমিন নারীর জন্য সে বিষয় অমান্য করার কোনো অধিকার থাকে না। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট।'' *(সূরা আহযাব— ৩৬)*

দ্য ভয়েস অব লিটারেচার

কবিতা ও ছড়া

মাতৃহৃদয়

রেজুলা রুবাবা

চোখের সামনে একটি ভয়ার্ত পৃথিবী;
শিশুটি মায়ের কথা ভুলে গেছে....

একটি সিক্ত নারী মন,
হৃদয়ের শীতল ওমে
ক্রমাগত সান্ত্বনার চাপড়ে
বুকের কিনারে মিশিয়ে নিচ্ছে;
অবশ্য কল্পনায়....

শিশুটি যেন রক্ত-মাংসের নারীদেহ ঠেলে
গভীরে প্রোথিত একটি সজীব স্নেহশীল নহরের ঘ্রাণে
ক্রমশ স্নিগ্ধ হতে হতে ঘুমিয়ে পড়েছে—
অবশ্য এক মুদিত মাতৃ-আকাঙ্ক্ষার কুমারী মোড়কে....

বিশ্ব-বিবেক সভ্যতার কান্নায় ব্যথিত
দা-খন্তা-হাতুড়ি, অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সাথে
ভগ্নস্তুপ ঠেলে মানবতা উচ্চারণ করছে;
অবশ্য মাতৃসমা মানবতা।
আর মাতৃত্বময় মন-দুয়ার জাগরণে...

মাতৃভাষা

অনিরুদ্ধ ঘোষাল

যে ভাষা মধুর সুর বন্ধনে
আত্মাকে ছুঁয়ে যায়,
সে ভাষাই হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ
বরণীয়; মহিমায়।

মায়ের মুখের মিষ্টি যে ভাষা
স্নেহ ঝরে অবিরত,
'মাতৃভাষা' সকল জাতির
আবেগের বশীভূত।

যে ভাষা দিয়েছে বিশ্বকবির
শ্রেষ্ঠত্বের স্থান,
সে ভাষা আমার মাতৃভাষা
বাংলা মায়ের দান।

বাংলা আমার 'বিদ্যাসাগর'
'রবীন্দ্র', 'নজরুল',
সুরভিত এত আছে কোনো ভাষা!
বাংলার সমতুল?

সামার ভ্যাকেশন

আসগার আলি মণ্ডল

রেলগাড়ি ছুটে চলে
ঝিক ঝিক করে
খুকু যাবে মামা বাড়ি
রেলগাড়ি চড়ে।

মামাদের বাগানেতে
গাছ ভরা আম
কলা লিচু জলপাই
আর পাকা জাম।

দিঘি ভরা মাছ আর
গোলা ভরা ধান
দিদার হুকুমে থাকে
বাটা ভরা পান।

মামার অপার স্নেহ
জাগে সদা মনে
কাটাব সপ্তাহ
সামার ভ্যাকেশনে।

ধূসর গোধূলি বেলা

রূপা বাগ

কবিতা আর আসে না
ছবি তারা চোখে ভাসে না।
শুধু থাকে ব্যস্ততা
ছুটে চলি সর্বদা।

খোঁজা হয় না স্মৃতির পাতা
হারিয়ে যাচ্ছে জীবনের রঙ।
বেমানান জীবনে
ছুটে চলি অবিরল।

ব্যস্ততার ভিড়ে হারিয়েছি
ধূসর গোধূলি বেলা।
চারপাশে কত ভিড়
তবুও পথ চলি একা।

বৃহস্পতিকে টেক্কা শনির ! উপগ্রহের সংখ্যায় ফের শীর্ষে

নয়া আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের

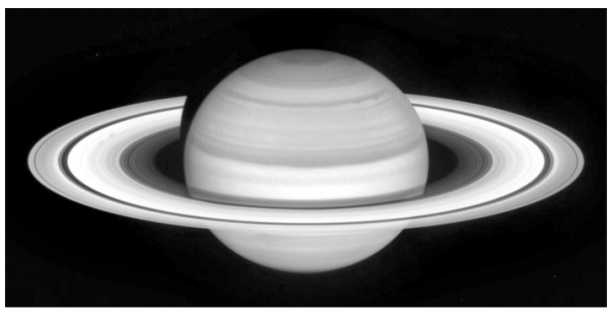

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃহস্পতিকে ফের টেক্কা দিয়ে উপগ্রহের সংখ্যায় এগিয়ে গেল শনি। মহাবিশ্বের এক রহস্যভেদ করে নয়া কীর্তি গড়লেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের এই আবিষ্কারে ফের গ্রহ-রাজের তকমা ফিরে পেল শনি। বর্তমানে শনির সর্বাধিক সংখ্যক উপগ্রহ রয়েছে সৌরজগতে।

বর্তমানে শনির মোট উপগ্রহের সংখ্যা ১৪৫। বৃহস্পতিকে ছাড়িয়ে বিরাট ফারাক গড়ে ফেলল শনি। এ বছরই শনিকে টপকে শীর্ষে উঠে এসেছিল বৃহস্পতি। ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারিতে ১২টি নতুন গ্রহ আবিষ্কার হয়েছিল বৃহস্পতির। তার ফলে বৃহস্পতি সর্বাধিক উপগ্রহের অধিকারী হয়েছিল। কিন্তু বৃহস্পতির সেই গরিমা ফের কেড়ে নিতে সমর্থ হল শনি। মহাকাশে নিত্যনতুন আবিষ্কারে নেমে এবার বিপুল সংখ্যক উপগ্রহের হদিশ পেলেন বিজ্ঞানীরা। সৌরজগতের সম্প্রতি উপগ্রহ আবিষ্কার করেই চলেছেন তাঁরা। সম্প্রতি তাঁরা শনির ৬২টি উপগ্রহের সন্ধান পেয়েছেন।

গত ফেব্রুয়ারিতে ১২টি নতুন উপগ্রহ আবিষ্কারের পর বৃহস্পতির উপগ্রহ সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৯৫-এ। আর শনির উপগ্রহ সংখ্যা ছিল ৮৩। এখন নতুন ৬২টি উপগ্রহ আবিষ্কারের পর শনি ১৪৫টি উপগ্রহের অধিকারী হয়েছে। বর্তমানে উপগ্রহ সংখ্যায় গ্রহরাজ শনির ধারেকাছে কেউ নেই। এমনকী বৃহস্পতিও পিছিয়ে পড়েছে উপগ্রহের নিরিখে। ইন্টার ন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছে, শনি গ্রহের উপগ্রহ সংখ্যা সর্বদাই বেশি ছিল। সেই কারণে শনিকে গ্রহরাজও বলা হত। কিন্তু নতুন কিছু আবিষ্কারের ফলে বৃহস্পতি টেকা দিয়ে এগিয়ে যায় শনিকে। তবে সম্প্রতি শনির উপগ্রহ সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে।

এখন এই নতুন আবিষ্কৃত ৬২টি উপগ্রহের নামকরণের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। কানাডার দেবতার নামে নামকরণ করার চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছে কী করে একসঙ্গে এতগুলি উপগ্রহ আবিষ্কার করা সম্ভব হল। বিজ্ঞানীরা সেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মহাকাশে বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা নানা অত্যাধুনিক টেলিস্কোপ প্রতিস্থাপন করেছে। সেইসব টেলিস্কোপের সাহায্যে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মহাজাগতিক বস্তু সামনে আসছে। জানা যাচ্ছে অজানাকে। সেভাবেই মহাশূন্য উপগ্রহ খুঁজে পাওয়া সহজ হচ্ছে। ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক উপগ্রহ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, শনি গ্রহের চারিদিকে আরও অনেক উপগ্রহ রয়েছে। সেগুলির যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায়নি এখনও। গোনাও সম্ভব হয়নি আরও কতগুলি উপগ্রহ রয়েছে। তবে ভবিষ্যতে সেই রহস্যেরও সমাধান হয়ে যাবে। আরও অনেক উপগ্রহ নিয়ে শনি পরিবেষ্টিত বলে জানা যাবে। বিজ্ঞানীদের ধারণা বৃহস্পতির চারিদিকে শনির মতো উপগ্রহ সম্ভার নেই।

মঙ্গলে আগ্নেয়গিরি এভারেস্টের থেকেও উঁচু

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গল গ্রহে এক আগ্নেয়গিরির সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা, যা আমাদের এভারেস্টের থেকেও উঁচু। মঙ্গলের এক উচ্চতম আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে এসা। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি জানিয়েছে, এটি মঙ্গল গ্রহের দ্বিতীয় উচ্চতম আগ্নেয়গিরি অ্যাসক্রেয়াস মনস। এর থেকেও উঁচু আগ্নেয়গিরি রয়েছে মঙ্গলে।

ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি তথ্যানুন্ধান করে জানতে পেরেছে মঙ্গল গ্রহের দ্বিতীয় উচ্চতম আগ্নেয়গিরি অ্যাসক্রেয়াস মনসের উচ্চতা পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের দ্বিগুণ। এই অ্যাসক্রেয়াস মনসের সন্ধান মঙ্গলের থার্সিস অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলের তিনটি বিশিষ্ট আগ্নেয়গিরির মধ্যে এটি সবথেকে উত্তরে অবস্থিত। এবং এই আগ্নেয়গিরিটি সবথেকে লম্বা। লাল গ্রহের থার্সিস অঞ্চলটি পশ্চিম গোলার্ধের একটি আগ্নেয় মালভূমির মধ্যে পড়ে। এর উচ্চতা ১৮ কিলোমিটার। উচ্চতা পরিমাপ করেই দেখা যায়, তা এভারেস্টের দ্বিগুণেরও বেশি।

এই আগ্নেয়গিরির একটি বিশাল বেস ব্যাস রয়েছে। বেস ব্যাস প্রায় ৪৮০ কিলোমিটার। এটিকে পৃথিবীর রোমানিয়ার আকারের বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এই উচ্চতা দেখায় যে, অ্যাসক্রেয়াস মনসের উচ্চতা মাউন্ট এভারেস্টের চেয়ে বেশি, যার উচ্চতা ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮৮৪৮.৮৬ মিটার। অ্যাসক্রেয়াস মনসের থেকে বেশি উচ্চতা একমাত্র অলিম্পাস মনসের। অলিম্পাস মনস কেবল মঙ্গল গ্রহেরই নয়, পুরো সৌরজগতের সবথেকে উঁচু আগ্নেয়গিরি। এসা তাদের পর্যবেক্ষণে এমনটাই জানিয়েছে। এসা টেলিস্কোপে তুলে আনা ছবি পর্যবেক্ষণ করে গবেষণায় এই সিদ্ধান্ত পৌঁছেছে।

মঙ্গলে সম্প্রতি উত্তাল নদীর প্রমাণ পেয়েছে নাসার পারসিভারেন্স মার্স রোভার। নাসার পারসিভারেন্স মার্স রোভার চাঁদের এমন সব ছবি তুলে ধরেছে যেখানে রয়েছে অকাট্য প্রমাণ। নাসার পারসিভারেন্স মার্স রোভারের মাস্ট ক্যাম-জেড যন্ত্রের সাহায্যে তোলা শত শত ছবিকে একত্রিত করে একটি যৌগিক চিত্র তৈরি করা হয়েছে। সেই নতুন ছবিগুলি প্রমাণ দেখিয়েছে প্রাচীনকালে নদী প্রবাহিত হত মঙ্গল গ্রহে। একসময় লাল গ্রহের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল উত্তাল নদী। গ্রহের পৃষ্ঠের অনেক গভীরে যে নদী প্রবাহিত হয়েছিল, তা কিন্তু নয়। গবেষকরা আগে যা ভেবেছিলেন তার চেয়ে অনেক দ্রুত প্রবাহিত হয়েছিল পৃষ্ঠের উপরিভাগে। এবার নাসার মতো এসাও টেলিস্কোপে তোলা ছবি পর্যবেক্ষণ করে মঙ্গলের এক এমন আগ্নেয়গিরির খোঁজ পেয়েছে, যা পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের থেকেও উচ্চতম। ফলে চাঁদের পর মঙ্গল নিয়ে যে এখন বিশ্বের সমস্ত মহাকাশ সংস্থার নজর, তা একের পর এক আবিষ্কার ও গবেষণালব্ধ তথ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে।

লাল গ্রহে উত্তাল নদীর প্রমাণ মিলেছে !

অসাধ্য সাধন নাসার পারসিভারেন্স মার্স রোভারের

রোভারটি দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রাচীন জীবাণু বা জীবনের লক্ষণগুলি খোঁজার আশায় অন্বেষণ করছে। এই ছবিগুলি নদীর উচ্চগতির প্রমাণ। তা প্রচুর ধ্বংসাবশেষ বহন করে। জলের প্রবাহ যত বেশি শক্তিশালী, তত সহজে তা বেশি ধ্বংসাবশেষ বয়ে নিয়ে যায়।

নিজস্ব প্রতিনিধি: পৃথিবী সৌরজগতের এমনই এক অবস্থানে রয়েছে, যেখানে 'নাতিশীতোষ্ণ' পরিবেশ। জল ও জীবন দুই-ই রয়েছে আমাদের পৃথিবীতে। কিন্তু গোটা সৌরজগতে বা মহাবিশ্বে কি এমন কোনো আর গ্রহ নেই যেখানে মিলতে পারে উত্তাল নদী বা সমুদ্র কিংবা জীবনের কোনো চিহ্ন !

বিজ্ঞানীরা কিন্তু চেষ্টার কসুর করছেন না। তারা সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহে জলের সন্ধান করে চলেছেন। চিনও কিছুদিন আগে দাবি করেছিল, এবার মঙ্গলে উত্তাল নদীর প্রমাণ দিল নাসার পারসিভারেন্স মার্স রোভার। নাসার পারসিভারেন্স মার্স রোভার চাঁদের এমন সব ছবি তুলে ধরেছে যেখানে রয়েছে অকাট্য প্রমাণ। নাসার পারসিভারেন্স মার্স রোভারের মাস্ট ক্যাম-জেড যন্ত্রের সাহায্যে তোলা শত শত ছবিকে একত্রিত করে একটি যৌগিক চিত্র তৈরি করা হয়েছে। সেই নতুন ছবিগুলি প্রমাণ দেখাচ্ছে যে, প্রাচীনকালে নদী প্রবাহিত হত মঙ্গল গ্রহে। একসময় লাল গ্রহের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল উত্তাল নদী।

গ্রহের পৃষ্ঠের অনেক গভীরে যে নদী প্রবাহিত হয়েছিল, তা কিন্তু নয়। গবেষকরা আগে যা ভেবেছিলেন তার চেয়ে অনেক দ্রুত প্রবাহিত হয়েছিল পৃষ্ঠের উপরিভাগে। নদীটির প্রবাহ যে পথ ধরে এগিয়েছিল, সেই পথেই গিয়েছিল জেজেরো ক্রেটার। উল্লেখ্য, রোভারটি দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রাচীন জীবাণু বা জীবনের লক্ষণগুলি খোঁজার আশায় অন্বেষণ করছে। এই ছবিগুলি নদীর উচ্চগতির প্রমাণ। তা প্রচুর ধ্বংসাবশেষ বহন করে। জলের প্রবাহ যত বেশি শক্তিশালী, তত সহজে তা বেশি ধ্বংসাবশেষ বয়ে নিয়ে যায়। নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির পোস্টডক্টরাল গবেষক লিবি আইভস নাসার একটি রিলিজে এ কথা বলেছেন।

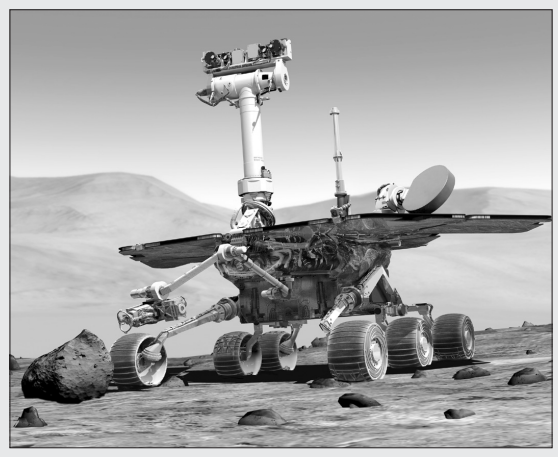

দু-বছর ধরে নাসার পারসিভারেন্স রোভার একটি ৮২০ ফুট লম্বা পাললিক শিলা নিয়ে পরীক্ষা করেছিল। সেই শিলাতেই জলের স্পষ্ট স্তর দেখা গিয়েছে। কার্ভিলিনিয়ার ইউনিটের মধ্যে তার অবস্থান, তাকে শৃঙ্খল হেভেন নামে ডাকা হয়। নতুন মাস্ট ক্যাম-জেড ক্যামেরা সেই ছবি ধারণ করেছে।

যদিও নাসার বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে, পাললিক শিলার উপর বাঁকা স্তরগুলি শক্তিশালী জল দ্বারা তৈরি হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা এখন খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন, কী ধরনের শক্তিশালী জলের প্রবাহ ছিল। সেই শক্তিশালী দলের প্রবাহ দ্বারা বক্ররেখাগুলি তৈরি করেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, তা মিসিসিপির মতো একটি নদী হতে পারে, যা ল্যান্ডস্কেপ-জুড়ে সাপের মতো বাতাস বয়ে বেড়ায় বা নেব্রাস্কার প্ল্যাটের মতো একটি বিনুনিযুক্ত নদী, যা পলির ছোটো ছোটো দ্বীপগুলিকে স্যান্ডবার বলে।

টেলিস্কোপে নতুন পৃথিবীর দর্শন, রহস্যময় এই বিশ্বকে দেখতে কেমন

জানালেন নাসার বিজ্ঞানীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাসার টেলিস্কোপে নতুন পৃথিবীর দর্শন পেলেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা রহস্যময় এই বিশ্বকে দেখলেন খুব কাছ থেকে। কেমন সেই পৃথিবী, সেই ব্যাখ্যা দিলেন বিজ্ঞানীরা। নাসার জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ সৌরজগতের বাইরে একটি দূরবর্তী গ্রহ পর্যবেক্ষণ করেছে। এই রহস্যময় বিশ্বকে মিনি নেপচুন বলে অভিহিত করেছেন তাঁরা।

নাসার জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে ধরা পড়া ভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত এই গ্রহের নাম দেওয়া হয়েছে জিজে১২১৪বি। এই গ্রহটিতে তরল জলের মহাসাগর রয়েছে বলে ধারণা নাসার। তবে তা বসবাসযোগ্য নয়। কারণ গ্রহটি খুব গরম, বাষ্পীভূত জল এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলের একটি প্রধান অংশ হতে পারে। মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির গবেষক এবং নেচার জার্নালে প্রকাশিত একটি নতুন গবেষণাপত্রের প্রধান লেখক এলিজা কেম্পটন বলেছেন, "গ্রহটি একধরনের কুয়াশা বা মেঘের স্তর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত।" এই পর্যবেক্ষণের আগে পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলটি নিয়ে কোনো আভাস ছিল না বিজ্ঞানীদের কাছে। তিনি আরো বলেন, যদি সত্যিই এই নতুন গ্রহ জল-সমৃদ্ধ হয়, তাহলে গ্রহটি একটি জলজগৎ হতে পারত। এই গ্রহ গঠনের সময় প্রচুর পরিমাণে জলযুক্ত এবং বরফযুক্ত উপাদান ছিল। গবেষক দলটি এই পর্যবেক্ষণে একটি অভিনব পদ্ধতি নিয়েছিল। আদর্শ পর্যবেক্ষণের মধ্যে গ্রহের বায়ুমণ্ডলের মধ্যে নক্ষত্রের আলোও পড়েছে। গবেষক দলটি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করার সময় গ্রহের এক ধরনের তাপ মানচিত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। গ্রহের কক্ষপথ নক্ষত্রের পিছনে নিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে তাপের মানচিত্রটি প্রকাশ করেছে। এর দিন ও রাত উভয়ই বায়ুমণ্ডলের গঠনের বিশদ বিবরণ দেয়। কেম্পটন বলেন, "গ্রহটি কীভাবে দিনের দিক থেকে রাতের দিকে তাপ বিকিরণ করে, তা বোঝার জন্য একটি সম্পূর্ণ কক্ষপথের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তাহলেই বোঝা যাবে দিন এবং রাতের মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য রয়েছে। দিনের তুলনায় রাতের দিকটা বেশি ঠান্ডা।"

প্রকৃতপক্ষে তাপমাত্রা ৫৩৫ থেকে ৩২৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ২৭৯ থেকে ১৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসে। এত বড় পরিবর্তন শুধুমাত্র ভারী অণু দ্বারা গঠিত বায়ুমণ্ডলেই সম্ভব বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। জল ও মিথেন পর্যবেক্ষণ করার সময় একইরকম জিনিস দেখতে পাবেন। এর মানে হল জিজে১২১৪বি-র বায়ুমণ্ডল প্রধানত হালকা হাইড্রোজেন অণু দ্বারা গঠিত নয়। কেম্পটন গ্রহের ইতিহাস ও গঠনের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র তুলে ধরে জানান জলীয় পদার্থ দিয়েই তৈরি বায়ুমণ্ডল। এবং এটি একটি আদিম পরিবেশ নয়। তিনি বলেন, গ্রহটি হাইড্রোজেন-সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডল দিয়েই শুরু নয়, এটি ভারী উপাদান থেকে তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ আরো বরফযুক্ত, জল-সমৃদ্ধ উপাদান ছিল। এই গ্রহটি আমাদের সৌরজগতের গ্রহ নেপচুনের একটি ছোটো আকারের সংস্করণ।

দ্য ভয়েস অব স্পোর্টস

মাত্র ২৪ বছরেই টি-২০ ক্রিকেটে ৫৫০ উইকেট রশিদের, সামনে শুধু ব্র্যাভো

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৪ বছর বয়সী স্পিনার রশিদ খান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৫৫০ উইকেটের মাইলস্টোন স্পর্শ করেন। শুক্রবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে তৃতীয় উইকেট নেওয়ার পরেই অর্থাৎ নেহাল ওয়াধেরাকে বোল্ড করার পরেই রশিদ ৫৫০ উইকেটের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেন। রশিদ এখন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি।

রোহিত শর্মা, ঈশান কিষান, নেহাল ওয়াধেরা, টিম ডেভিড— চারটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন রশিদ খান। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের টপ অর্ডারকে গুঁড়িয়ে দেন। সেই সঙ্গে তিনি স্পর্শ করে ফেলেন নয়া মাইলস্টোন। তবু সূর্যকুমার যাদবকে আটকাতে পারলেন না রশিদরা। তাঁর ঝড়েই আরব সাগরে গিয়ে ডুবল গুজরাট টাইটান্স বোলারদের যাবতীয় জারিজুরি।

শুক্রবার টাইটান্সের ২৪ বছর বয়সী স্পিনার রশিদ খান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৫৫০ উইকেটের মাইলস্টোন স্পর্শ করেন। শুক্রবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে তৃতীয় উইকেট নেওয়ার পরেই অর্থাৎ নেহাল ওয়াধেরাকে বোল্ড করার পরেই রশিদ ৫৫০ উইকেটের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেন। রশিদ এখন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী। তাঁর মোট উইকেট সংখ্যা এখন ৫৫১। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার ডোয়েন ব্র্যাভো টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ৬১৫টি উইকেট। এর পরেই জায়গা করে নিয়েছেন রশিদ।

রশিদ এদিন ৪ ওভার বল করে ৩০ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন। ওয়াংখেড়েতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে গুজরাটের বোলারদের মধ্যে রশিদের পরিংখ্যানই সবচেয়ে ভালো।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স পাওয়ারপ্লে-তে বিনা উইকেটে তুলেছিল ৬১ রান। সপ্তম ওভারের প্রথম বলে রোহিত শর্মাকে ফেরান রশিদ। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক করেন ১৮ বলে ২৯ রান। এই নিয়ে আইপিএলে চার বার রশিদের শিকার হলেন রোহিত। এর পর ২০ বলে ৩১ রান করে রশিদ খানেরই শিকার হন ঈশান কিষান। সপ্তম ওভারের পঞ্চম বলে মুম্বইয়ের দ্বিতীয় উইকেট তুলে নেন রশিদ। নবম ওভারের শেষ বলে রশিদের তৃতীয় শিকার নেহাল ওয়াধেরা (৭ বলে ১৫)। ৮৮ রানে তৃতীয় উইকেট হারায় রোহিতের দল।

সেখান থেকে বিষ্ণু বিনোদ এবং সূর্যকুমার যাদব দলের ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। ১৬তম ওভারের শেষ বলে বিষ্ণু বিনোদ আউট হন মোহিত শর্মার বলে। তিনি করেন ২০ বলে ৩০, ১৫৩ রানে পড়ে চতুর্থ উইকেট। ১৭তম ওভারের শেষ বলে টিম ডেভিডকে প্যাভিলিয়নের রাস্তা দেখান রশিদ। ৩ বলে ৫ রানে তিনি রশিদের হাতেই ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফেরেন। শেষ ৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৬৭ রান তুলল। এর কৃতিত্ব সূর্যরই। ৩২ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেছিলেন। বাকি ১৭ বলে ১০৩ পৌঁছে যান রশিদ। রশিদ খানের চার উইকেটের পাশাপাশি একটি উইকেট পান মোহিত শর্মা।

মেসি-বিদায়ের পর প্রথমবার লা লিগা চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মেসি বিদায়ের পর এই প্রথমবার লা লিগা চ্যাম্পিয়ন হল বার্সেলোনা। এসপানিয়লকে ২-৪ গোলে হারিয়ে লা লিগা চ্যাম্পিয়ন হল বার্সা। ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখাতে থাকে জাভির ছেলেরা। ১১ মিনিটের মাথায় রবার্ট লেওয়ানডস্কি ম্যাচের প্রথম গোলটি করে বার্সাকে এগিয়ে দেন। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি জাভির ছেলেদের। বিপক্ষ দলকে নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করেন তারা।

এখানেই থেমে না থেকে ফের গোল করে স্পেনের এই ক্লাব। ২০ মিনিটের মাথায় দুর্দান্ত গোল করে দলকে এগিয়ে দেন অ্যালেজান্দ্রো ভালদে। শুরুতেই পরপর দুই গোল হজম করে চাপে পড়ে যায় এসপানিয়ল। লা লিগা চ্যাম্পিয়ন হতে মরিয়া হয়ে ওঠে বার্সা। যদিও তারা এই ম্যাচ জিততে না পারলেও খেতাব ঘরে তুলত। রিয়াল মাদ্রিদ এই দৌড়ে অনেকটাই পিছনে পড়ে যায়। প্রথমার্ধে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন সেই লেওয়ানডস্কি। ৪০ মিনিটের মাথায় গোল করে দলকে ৩-০ তে এগিয়ে দেন এই তারকা। ফলে প্রথমার্ধেই বার্সার জয় কার্যত নিশ্চিত হয়ে যায়।

৫৩ মিনিটের মাথায় ম্যাচের চতুর্থ গোলটি করেন জুলেস। এরপর অবশ্য আর কোনও গোল করতে পারেনি বার্সা। তবে ৬০ মিনিটের পর কিছুটা হলেও ডিফেন্সিভ ফুটবল খেলতে থাকে জাভির ছেলেরা। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ৭৩ মিনিটের মাথায় গোল করে ব্যবধান কমান জাভি পুয়াডো। শুধু তাই নয়, ম্যাচের একেবারে শেষে অর্থাৎ ইনজুরি টাইমে ৯২ মিনিটের মাথায় এসপানিয়লের হয়ে গোল করেন জোসেলু। তাতে অবশ্য জয় আটকায়নি বার্সার। সেই সঙ্গে সঙ্গে ২৭তম লা লিগা চ্যাম্পিয়ন হল বার্সেলোনা। মেসি বার্সা ছাড়ার পর এই প্রথম লা লিগা চ্যাম্পিয়ন হল স্পেনের এই ক্লাব।

মেসিকে দলে ভেড়ানোর প্রশ্নে বার্সা সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি: মেসি বার্সেলোনা ছেড়েছিলেন দুই বছর আগে। এ বছরের জুনে পিএসজিতে তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। সম্প্রতি অনুমতি ছাড়া সৌদি আরব যাওয়ায় তাঁকে দুই সপ্তাহের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল পিএসজি, যদিও পরে তা কমিয়ে দেওয়া হয়। মেসি মাঠে নামেন।

মেসির অস্বস্তিকর এই সময়ে লাপোর্তা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানিয়েছেন, 'মেসির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমরা একে অপরকে বার্তা পাঠিয়েছি। প্যারিসে কিছু অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে পড়েছিল সে।' লা লিগা শিরোপা জয় নিয়ে প্রশ্নের একপর্যায়ে উঠে আসে মেসি-প্রসঙ্গ। মেসিকে ফেরানো নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে লাপোর্তা বলেন, 'এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা এখন আগামী মরশুমে খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ স্কোয়াড তৈরির সম্ভাব্যতা নিয়ে কাজ করছি।'

অনেকেই মনে করেন, দলের শক্তি বাড়াতে হলে বার্সেলোনার এখন মেসিকে খুব প্রয়োজন। কিন্তু আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ককে পেতে বেশ কিছু হিসাব মেলাতে হবে বার্সাকে। উয়েফার আর্থিক সঙ্গতি নীতি মেনেই তাঁকে নিতে হবে। একই সঙ্গে লা লিগার বেতনকাঠামোও মানতে হবে।

লাপোর্তা যা-ই বলুন না কেন মেসিকে ক্যাম্প ন্যুতে ভেড়ানোর চাপ বাড়ছে তাঁর ওপর। সেই চাপটা তৈরি করছেন বার্সার সমর্থকেরা। বার্সেলোনা এসপানিওলকে হারিয়ে শিরোপা জয়ের পর খেলোয়াড়েরা যখন উদযাপন করছিলেন, দলের সমর্থকেরা গ্যালারিতে 'মেসি, মেসি' বলে স্লোগান দিচ্ছিলেন।

মায়ের প্রতি বাবার বঞ্চনার জবাব দিতে ফুটবলকেই বাছলেন প্রেমাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিজের বাবাকে উপযুক্ত জবাব দিতে ফুটবলকেই বেছে নিয়েছেন বাংলার প্রতিভাবান তরুণ ফুটবলার প্রেমাংশু ঠাকুর। আসলে প্রেমাংশুর জন্মের পরে তাঁকে ও তাঁর মাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন প্রেমাংশুর বাবা। এরপরে কঠিন লড়াই করে প্রেমাংশুকে মানুষ করছেন তাঁর মা। বাবাকে জবাব দিতে ফুটবলকে বেছে নেন প্রেমাংশু।

নিজের বাবাকে উপযুক্ত জবাব দিতে ফুটবলকেই বেছে নিয়েছেন বাংলার প্রতিভাবান তরুণ ফুটবলার প্রেমাংশু ঠাকুর। প্রেমাংশু কি নিজের লক্ষ্যে সফল হবেন? এই প্রশ্নটাই ঘুরছে সর্বত্র। আসলে প্রেমাংশুর জন্মের পরে তাঁকে ও তাঁর মাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন প্রেমাংশুর বাবা। এরপরে কঠিন লড়াই করে প্রেমাংশুকে মানুষ করছেন তাঁর মা। বাবাকে জবাব দিতে ফুটবলকে বেছে নেন প্রেমাংশু। এবার ফুটবলে সাফল্যে শিখরে উঠে প্রেমাংশু নিজের বাবাকে বোঝাতে চান যে, তিনি অতীতে যেটা করেছিলেন সেটা বড়ো ভুল ছিল। আসলে ফুটবল দিয়ে মায়ের প্রতি বঞ্চনার বদলা নিতে চান প্রেমাংশু।

চলুন জেনে নেওয়া যাক কে এই প্রেমাংশু ঠাকুর? তিনি ফুটবলের কোন শিখরে ওঠার কথা ভাবছেন? আসলে বাংলার প্রত্যন্ত জেলা থেকে ফুটবল প্রতিভা তুলে আনার লক্ষ্যে আইএফএ এর সঙ্গে জড়িত হয়েছিল বাংলা নাটক ডট কম। ইউ এক্সেল স্পোর্টস ভেনচার এর সহযোগিতায় সকলের মিলিত প্রয়াসে দুটি মডেল জেলা হিসেবে পুরুলিয়া ও নদিয়া থেকে চারজন ও উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি থেকে এক জন করে মোট ছয় জন তরুণ প্রতিভাকে তুলে আনা হয়েছে, যারা আগামী সেপ্টেম্বর এ স্পেনের মন্ট্রিল ক্লাবের অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিং এর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এরা হলেন মহেশ্বর সিং সরদার (স্ট্রাইকার, পুরুলিয়া) দেবজিৎ রাউত (গোলকিপার, নদিয়া), অনিকেত মণ্ডল (উত্তর চব্বিশ পরগনা, উইঙ্গার), বিশাল সূত্রধর (নদিয়া, মিডফিল্ডার) ও প্রেমাংশু ঠাকুর (নদিয়া, ডিফেন্ডার)। স্পেন এর মন্ট্রিল অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষক ফেরেন্দ তোরেস ও বাংলার প্রথম প্রো লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রশিক্ষক শঙ্করলাল চক্রবর্তী এই বাছাইয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

ফুটবলারের বদলার কাহিনি !

বাকি সকল তরুণ ফুটবলারদের সঙ্গে প্রেমাংশু ঠাকুরের সাফল্যের কথা বলা হয়েছিল। ছেলের সাফল্যের এই খবরে কষ্টের স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে প্রেমাংশুর মা দুর্গা সরকারের। একটা সময়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। নিজের বাবার কাছে ফিরে ছোট্ট ছেলেকে বুকে আগলে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রেমাংশুর মা দুর্গা সরকার। তখন থেকেই দাঁতে দাঁত চেপে শুরু হয়েছিল ছেলের জন্য মায়ের লড়াই।

ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করার জন্য অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ নিয়েছিলেন প্রেমাংশুর মা দুর্গা সরকার। পরিচারিকার কাজ করে ছেলের খাওয়া-দাওয়া ও পড়াশোনার খরচ সামলেছেন। তবে প্রেমাংশুর মায়ের স্বপ্ন ছিল যে , ছেলে বড় হয়ে সরকারি চাকরি করে সংসারের হাল ধরবে। কিন্তু ছেলের ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা দেখে ভয় পেয়েছিলেন মা, কারণ তিনি আন্দাজ করেছিলেন যে, তিনি যে স্বপ্নটা দেখছেন সেটা হয়তো সফল হবে না। হাজার বকাবকি ও শাসনেও প্রেমাংশুর পা থেকে ফুটবল ছাড়াতে পারেনি মা দুর্গা সরকার। টিফিনের পয়সা জমিয়ে জুতো কিনে খেলা শুরু। দিদির জমানো টিউশনে টাকা চুরি করে প্রথম ফুটবল কেনা। স্কুল পালিয়ে ফুটবল প্র্যাকটিস।

ফুটবলের প্রতি প্রেমাংশুর ভালোবাসা যে কৃত্রিম ছিল না সেটা আজ বুঝতে পেরেছেন সকলে। সেই ফুটবলের মাধ্যমেই সাফল্যের পথ খুঁজে পেয়েছেন প্রেমাংশু। প্রেমাংশু ঠাকুর বললেন, 'আমার জন্মের পর মাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল বাবা। আমি এমন সাফল্য অর্জন করতে চাই যাতে আমাদের ছেড়ে দেওয়া নিয়ে বাবাকে আফসোস করতে হয়। এই প্রতিশোধের অস্ত্র একমাত্র ফুটবল। ভালো করে ফুটবল খেলে দেশ ও রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করতে চাই।'

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : Syed Ruhul Amin, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail.com
Vol: 8 Issue:26, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111